POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ (اعراف:206)

এবং তুমি স্মরণ কর তোমার প্রভুকে নিজ অন্তরে কাকুতি-মিনতি ও ভীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, এবং তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(আল আরাফ: ২০৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 7

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 16 ফেব্রুয়ারী, 2023 24 রজব 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

তাহাজ্জদের নামাযের গুরুত্ব

১১৪২) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'তোমাদের মধ্য থেকে যখন কেউ ঘুমায়, শয়তান তার গ্রীবার উপর তিনটি বাঁধন দেয়। প্রত্যেকটি বাঁধন শক্ত করে বাঁধে (আর বলে) এখনও অনেক রাত, তুমি ঘুমিয়ে থাক। যদি সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে আল্লাহ্ তা'লার তসববীহ ও তামহীদ করে, তবে তার একটি বাঁধন খুলে যায়। যদি ওজু করে তবে আরও একটি বাঁধন খুলে যায়। আর যখন নামায পড়ে তখন তৃতীয় বাঁধনটিও খুলে যায়। এরপর সে সকালে সতেজ এবং খোশমেজাজে থাকে। অন্যথায় অলস এবং বদমেজাজ হয়ে থাকবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের মহাত্ম্য ।

১১৪৫) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,' আমাদের অশেষ বরকতময় ও মহাসম্মানিত খোদা প্রতি রাত্রিতে এক প্রহর বাকি থাকতে নিকটতম আকাশে নেমে আসেন, এবং বলেন- কে আছে আমার কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে আর আমি কবুল করব? কে আমার কাছে যাচনা করবে আর আমি তাকে দান করব? কে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা প্রদান করব?

(সহী বুখারী,২য় খণ্ড,কিতাবুত তাহাজ্জুদ, ২০০৬ সালে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

জুমআর খুতবা, ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০২২
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়! খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

খোদাতে বিলীন ব্যক্তির মর্যাদা

খোদা তা'লার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া মানুষ কিছুই করতে পারে না। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং খোদাতে বিলীন হয়ে যায়, তখন তার দ্বারা সেই সব কাজ সম্পাদিত হয় যেগুলিকে ঐশী ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। এমন ব্যক্তির উপর অতি উচ্চ মানের জ্যোতি প্রকাশিত হতে থাকে। মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে আর কি-ই বা বলা যায়, খোদার কৃপা ও সমর্থন ছাড়া সে এক পা-ও চলতে পারে না। বস্তুতপক্ষে, আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যদি সাহায্য না পাওয়া যায়, তবে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর মানুষ পরনের কাপড়টাও ঠিক করতে সক্ষম নয়। চিকিৎসগণ একটি ব্যধির কথা উল্লেখ করেছেন যাতে একটি হাঁচিই মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। নিশ্চিত জেনে রেখো! মানুষ সমুদয় দুর্বলতার সমষ্টি আর এই কারণেই খোদা তা'লা বলেছেন- خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। (আননিসা: ২৯)। মানুষের নিজের বলতে কিছুই নেই। আপাদ মস্তক তার ততগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই, যতগুলি রোগব্যধি দ্বারা সে আক্রান্ত হয়। মানুষ যেহেতু এতসব রোগব্যধির লক্ষ্য এবং সমষ্টি, তাই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র পথ হল খোদা তা'লার সঙ্গে নির্বিবাদ সম্পর্ক রাখা এবং তাঁর সত্যিকার এবং নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়া। এবং এর জন্য সততা অবলম্বন করা আবশ্যক। ভৌতিক তন্ত্রও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা সততার পন্থা ত্যাগ করে অসাধুতার পথ বেছে নেয়, এবং মনে করে মিথ্যার আশ্রয় তাদেরকে পাপের পরিণতি থেকে রক্ষা করবে,তারা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত।

মিথ্যার আশ্রয় নিলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

ক্ষণস্থায়ীভাবে মানুষ কিছুটা লাভ দেখতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফলে মানুষের হৃদয় অন্ধকারময় হয়ে যায়, যদি সে মিথ্যার পথ বেছে নেয়, এবং ভিতর ভিতর তাতে ঘুণ খেয়ে নেয়। তখন একটি মিথ্যার কারণে তাকে বহু মিথ্যা উদ্ভাবন করতে হয়। কেননা সেই মিথ্যাটির উপর সত্যের প্রলেপ দিতে হয়। এভাবেই ভিতর ভিতর তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ ক্রমশ ক্ষীণ হতে শুরু করে। তখন সে এতটাই ধৃষ্ট ও উদ্ধত হয়ে ওঠে যে খোদা তা'লার নামেও মিথ্যা রচনা করতে শুরু করে এবং খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদেরকেও প্রত্যাখ্যান করে। এইরূপে সে খোদার দৃষ্টিতে সব চায়তে বড় অত্যাচারী বিবেচিত হয়। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ (আল আনআম, আয়াত: ২১) অর্থাৎ সেই ব্যক্তির থেকে বড় অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে কিম্বা তাঁর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় জেনে রেখো! মিথ্যা ভয়ানক মন্দ বিষয়, যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মিথ্যার কারণে মানুষ খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও তাঁর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়। মিথ্যার পরিণতি এর থেকে ভয়ানক আর কি হতে পারে? অতএব, সত্যের পথ অবলম্বন কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩)

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছে- খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহলের ১ নং আয়াত

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: প্রথমত তার সেই স্থানটি ত্যাগ করা উচিত যেখানে মানুষের চাপে ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগ করতে হয়েছে। ২) দ্বিতীয়ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী হওয়া এবং ধর্ম সেবায় নিজেকে উৎসর্গিত করা। ৩) নিজেদের সংগ্রাম বন্ধ না করা, অবিচলতার সাথে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর নিজেদের বাহ্যিক ধর্ম (ধর্মাচার) ত্যাগের পরিবর্তে অন্যদেরকে হেদায়াত দেওয়ার চেষ্টা করা। ৪) ভবিষ্যতে যেন তার থেকে এমন ভুল সংঘটিত না হয়। যদি সে এই বিষয়গুলি শিরোধার্য করে, তবে আল্লাহ্ এই কাজ গুলি করার পর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

ইসলাম অন্যায়ের সময় বাহ্যিক অস্বীকারের অনুমতি দিয়েছে- এই ত্যাগ স্বীকারের পর তওবা গ্রহণের আদেশ থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টান লেখকদের এমন মন্তব্য এক বিরাট অন্যায় যা পাদ্রীরা এ যাবৎ ইসলামের বিরুদ্ধে করে চলেছে।

(এরপর ১২ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর (২০২২)

জামাতের ভবনসমূহ নিরীক্ষণ

প্রোগ্রাম অনুসারে ১টার সময় হুযুর আনোয়ার বিশ্রামক্ষ থেকে বের হন। জামাত আমেরিকা মসজিদ বায়তুর রহমান-এর পাশেই একটি ভবন ক্রয় করেছে যার মূল্য ৬ লক্ষ ডলার। ভবনটি যে জমির উপর তার আয়তন ৪ একর। এই ভবনটিকে সংস্কার করে গেস্ট হাউস হিসেবে তৈরী করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) এই ইমারতটি নিরীক্ষণের জন্য এসেছেন। ভবনটিতে রয়েছে বসার ঘর, ডাইনিং হল, কিচেন এবং চারটি শয়নকক্ষ। এছাড়াও তিনটি বাথরুম এবং বসবাসের উপযুক্ত অন্যান্য সুযোগসুবিধা। হুযুর আনোয়ার ভবনটি বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং সেক্রেটারী জায়েদাদকে এর সংস্কারের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। হুযুর আনোয়ার ভবনের বাইরে ডেকে আসেন এবং বাড়িটির জমির সীমানা সম্পর্কে জানতে চান। জায়েদাদ বিভাগের দল গেস্ট হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। হুযুর আনোয়ার তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন:

এই ভবনটির সাথে আরও একটি ঘর আছে যা জামাত ২০১৮ সালে ক্রয় করেছিল। বর্তমানে মুখতার আহমদ মুলহী সাহেব, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, যুক্তরাষ্ট্র এই অবস্থান করছেন। তিনি হুযুর আনোয়ারের কাছে আবেদন করেন যে, এই গেস্ট সংলগ্ন আমার বাড়ি। হুযুর কিছুক্ষণের জন্য আমার বাড়িতে এসে একে আশিসমণ্ডিত করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন,এটি তো জামাতেরই সম্পত্তি। জামাত ২০১৮ সালে ক্রয় করেছিল। হুযুর আনোয়ার তাঁর বাড়িতে জান এবং বড়ির বিভিন্ন অংশ দেখে নিজের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। এরপর তাঁর পুরো পরিবারের হুযুরের সঙ্গে ছবি তোলে।

হুযুর তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ নিয়াজ আহমদ বাট সাহেব বলেন, জামাত এই বাড়িটির সাথে একটি বড় স্টোরেজ রুম তৈরী করতে চায়। এই বাড়িটির জমির আয়তন প্রায় ২.২ একর। এইরূপে এই দুটি জমি মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ দাঁড়াবে ৬.২ একর।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া যুক্ত রাষ্ট্র নিজেদের মরকযি অফিসের জন্য মসজিদ বায়তুর রহমান থেকে আধ মাইল দূরে ৫ লক্ষ ডলারে একটি জমি কিনেছে যার নাম রাখা হয়েছে সরাই খিদম। হুযুর আনোয়ার সরাই খিদমত পরিদর্শনের জন্যও সেখানে যান।

১:২টার সময় হুযুর আনোয়ার সেখানে আসেন যেখানে সদর খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং তাঁর কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা হুযুরকে স্বাগত জানায়। হুযুর আনোয়ার সরাই খিদমতের বাইরের দেওয়ালে ফলক উন্মোচন করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেন। হুযুর লিভিং রুম, ডাইনিং রুম এবং কিচেন রুমেও প্রবেশ করেন এবং বাড়ির পেছনের অংশের ডেকেও যান এবং সদর সাহেবের কাছে জমির আয়তন কত তা জানতে চান। সদর সাহেব বলেন, জমির আয়তন আধ একর। এরপর হুযুর আনোয়ার লাইব্রেরী এবং কনফারেন্স রুম নিরীক্ষণ করেন। কনফারেন্স রুম সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি আগে একটি গ্যারেজ ছিল যাকে সংস্কার করে কনফারেন্স রূপে পরিবর্তিত করা হয়েছে। কনফারেন্স রুমে জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। হুযুর আনোয়ার একটি প্লেট থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রথম তলে আসেন যেখানে দুটি অফিস রুম, দুটি বেডরুম তৈরী করা হয়েছে। উপরের অংশে দুটি বাথরুমও ছিল। অনুরূপবাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরেও দুটি বাথরুম আছে। এই ঘরের প্রথম তলে একটি জিম ও গেম রুম রয়েছে।

নিরীক্ষণের পর হুযুর আনোয়ার ইমারতের বাইরে আসেন। সেখানে এক স্থানীয় প্রতিবেশীনী সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হুযুরকে স্বাগত জানান। হুযুর আনোয়ার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা কি ভাল প্রতিবেশী? ভদ্রমহিলা উত্তর দেন আপনারা খুব ভাল প্রতিবেশী। হুযুর আনোয়ার তাঁর কাছে জানতে চান যে তাঁর কত বড় বাড়ি এবং কতটুকু জমি। ভদ্রমহিলা বলেন, তাঁর বাড়ির আয়তন আধ একর। ভদ্রমহিলা এখানে খুদ্দামদের বলেছিলেন যে, আজ আপনাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন, আপনাদের খলীফা আসছেন। আমাদের বাড়ির ড্রাইভ ওয়ে আজ খালি আছে, আপনারা চাইলে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারেন। হুযুর আনোয়ার ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানান। এরপর এখান থেকে বায়তুর রহমান মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

পারিবারিক সাক্ষাত ও অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

হ্যারিস বার্গ জামাতের নাসের ইকবাল সাহেব স্বপরিবারে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। কথা বলার সময় তিনি কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, সাক্ষাত করার সময় মনের যে অবস্থা ছিল তা বর্ণনা করতে পারব না। সাক্ষাতের পূর্বে ভেবে রেখেছিলাম যে হুযুরের সঙ্গে এই এই কথা বলব। কিন্তু ভিতরে গিয়ে সব কিছু ভুলে যাই। আজ আমি এতটাই আনন্দিত যে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। হুযুর আনোয়ার আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন।

* আদনান আহমদ সাহেব সাউথ ভার্জিনিয়া জামাত থেকে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি নিজের চোখে হুযুরের আশিসমণ্ডিত চেহারা থেকে জ্যোতির কিরণ নির্গত হতে দেখেছি। আমি বললাম, হুযুর! আমরা আপনার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। হুযুর বলেন, তবে তোমরা সাক্ষাত করতে কেন আস নি?

*নর্থ জার্সি জামাত থেকে রাজিয়া আহমদ নামে এক ভদ্রমহিলা সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত কোনও খলীফার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয় নি। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, হুযুর আমার সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন এবং তাবাররুক হিসেবে আংটিও দিয়েছেন।

*মেরিল্যাণ্ড জামাত থেকে মালিক আযহার মাহমুদ সাহেব এসেছিলেন। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ, হাতে লাঠি নিয়ে খুব কষ্টে হাঁটেন। তিনি বলেন, আমর জীবনের একটিই আকাঙ্খা ছিল, আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতাম যে, হে আল্লাহ্! আমার জীবদ্দশায় আমার প্রিয় হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দাও। আজ আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন। আমার মন প্রশান্তি লাভ করেছে, এখন জীবনের আর কোনও বাসনা অপূর্ণ নেই। জীবনে আর কিছু পাওয়ার নেই।

* মেরিল্যাণ্ড থেকে এক গ্যাম্বিয়ান বন্ধু আলানেহ নিনগাডো সাহেব এসেছিলেন। তাঁর চোখদুটি অশ্রুসিক্ত ছিল, তিনি বার বার বলছিলেন, হুযুর আনোয়ার জানতেন, আমি গাম্বিয়া থেকে এসেছি। হুযুর কিভাবে জানলেন! হুযুর আমাকে এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করেন। জীবনে আর কি চাই?

* আব্বাদ উসমান নামে এক ব্যক্তি বলেন: দফতরে প্রবেশ করার সময় আমার শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলাম। সাক্ষাতের এই মুহূর্তটিকে আমি আজীবন মনে রাখব, হৃদয়ের কাছে রাখব।

* সাউথ ভার্জিনিয়া থেকে ইরফান মালিক সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, হুযুরের চেহারায় এক জ্যোতি ছিল। এমন জ্যোতি আমি কখনও কারো চেহারায় দেখি নি। আমার মেয়ে দৃষ্টিহীন। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। হুযুর আনোয়ার স্নেহপরবশ হয়ে নিজের আংটি তার চোখে স্পর্শ করিয়ে দেন। এখন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে আশা, আল্লাহ্ তার জন্য অনেক ভাল করবেন।

*বুফালো জামাত থেকে মুবাশ্বির আহমদ সাহেব এসেছিলেন। সাক্ষাতের পর তিনি বলেন, কিছু বলতে পারছি না, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের সাক্ষাত আমাদের জন্য, আমদের সারা জীবনের সঞ্চয়। হুযুর আনোয়ার মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

* উমায়ের আহমদ নামে এক আহমদী নর্থ ভার্জিনিয়া জামাত থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে জীবনে প্রথম বার সাক্ষাত করলাম। আজকের এই মুহূর্তটি আমার জন্য এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ছিল।

* মেরিল্যাণ্ড জামাত থেকে মনসুরা হুমাউন সাহেবা এসেছিলেন। সাক্ষাতের পর তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তিনি বলেন, আমার যাবতীয় দুঃখ দূর হয়েছে। আমি দেখলাম, যেন আমার পিতা আমার সামনে বসে আছেন। পনেরো দিন পূর্বে আমার পিতার

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

জামাত প্রতিষ্ঠিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঐশী ভালবাসা সৃষ্টি করা। মানুষ যেন নিজের যাবতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে খাঁটি একত্ববাদের পথে বিচরণ করে। এটিই জামাতের উদ্দেশ্য।

"আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্য আবশ্যিক বিষয় হলো, তাদের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায় এবং খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয় আর পুণ্যকর্মে শিথিলতা ও অলসতা যেন সৃষ্টি না হয়। "

একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মাঝেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, এক বিশেষ রূপের তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্ (তথা জগৎ বিমুখ খোদা প্রেমী) হতে হবে, যিকরে ইলাহী (তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ)-এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এবং হুকুকে ইখওয়ান, অর্থাৎ নিজ ভাইয়ের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।"

'আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, মৌখিক স্বীকারুক্তির পাশাপাশি কর্মযোগে এর বাস্তবায়ন আবশ্যক। অতএব, খোদার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা জরুরী।'

অর্থাৎ খোদা তা'লার উপর যাবতীয় বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া, তাঁর বিধিনিষেধকে সমস্ত কিছুর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁর প্রেরিত ধর্মকে উপর সমস্ত কিছুর প্রধান্য দেওয়া এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, যদি তোমাদের মাঝে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা না থাকে, তবে তোমরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে আর খোদার সমীপে সত্যবাদী হতে পারবে না।

একশ্বেরবাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এবং তাঁর প্রিয়ভাজনদের সঙ্গে ভাক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখাও জরুরী।

জলসার এই দিনগুলোতে কাদিয়ানেও এবং অন্য যেসব দেশে জলসা হচ্ছে সেখানকার প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন বিশেষ দোয়ার মাঝে নিজেদের সময় অতিবাহিত করে আর এই দোয়াও যেন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বয়আতের দাবি পূরণ করারতৌফিক দিন।

যখন আমরা নিজেদের অন্যদের মাঝে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেখাব এবং ঐশী প্রেম ও রসুলের প্রতি ভালবাসার অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব, তখনই আমাদের বয়আত গ্রহণ করা স্বার্থক হবে।

যদি সৎকর্মের শক্তি সৃষ্টি না হয় আর পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার প্রেরণা না থাকে, (অর্থাৎ তোমার মাঝে যদি পুণ্যকর্মে অগ্রসর হওয়ার উদ্দীপনা না থাকে) তাহলে আমাদের সাথে সম্পর্ক গড়া নিরর্থক।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (২৩ ফাতাহ ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজ থেকে কাদিয়ানের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে আর অনুরূপভাবে আফ্রিকার কয়েকটি দেশেও জলসা সালানা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি দেশের জলসাকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী রবিবার জলসার শেষ দিন কাদিয়ান জলসা উপলক্ষ্যে যে বক্তৃতা প্রদান করা হবে তাতে আফ্রিকার দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ৭/৮টি দেশ হবে। এছাড়া এমটিএ-এর মাধ্যমে তাদেরকে এতে সরাসরি যুক্ত করে দেওয়ারও চেষ্টা থাকবে।যাহোক এখন যেহেতু মানুষ এসব দেশে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে খুতবা শুনছে আর মনোযোগ সহকারে শোনার একটি বিশেষ পরিবেশও সৃষ্টি হয়ে আছে। তাই আমি সঙ্গত মনে করলাম যে, আমি যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সেসব বিষয় উপস্থাপন করি যাতে তাঁর আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং জামা'ত (প্রতিষ্ঠার) লক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে আর যাতে তিনি (আ.) বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছেন।

অনেক নবদীক্ষিত আহমদী এবং নবপ্রজন্মের আহমদীও এতে অংশগ্রহণ করে থাকবে যাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এসব কথা (হয়তো) পৌঁছে নি। তাই তাদের জন্যও এগুলো জানা জরুরী, যাতে তারা তাদের ঈমান ও একীন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এদিনগুলোতে বিশেষভাবে উন্নতি করার চেষ্টা করে। এছাড়া (তারা যেন) আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করা অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করে।

আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এযুগে কেন এর প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল?- এবিষয়ে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ যুগ কতই না কল্যাণময় যুগ। এই বিপদসঙ্কুল যুগে আল্লাহ্ তা'লা একান্ত নিজ অনুগ্রহে মহানবী (সা.)-এর মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যারা ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে এক প্রকার বেদনা অনুভব করে এবং যাদের হৃদয়ে এর সম্মান ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান তারা বলুক এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো যুগ ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে কি যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এত বেশি গালাগালি করা হয়েছে এবং এত অসম্মান করা হয়েছে আর এভাবে পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয়েছে? মুসলমানদের এহেন অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় আর আমি মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় আমি এই বেদনায় ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এই অসম্মান অনুভব করার মতো চেতনাও কি এদের ভেতর অবশিষ্ট নেই? আল্লাহ্ তা'লা কি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ শুনেও কোনো ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না এবং এসব ইসলামবিরোধীর মুখ বন্ধ করে তাঁর

মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা জগতময় ছড়িয়ে দিবেন না? যেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন সেখানে এমন অসম্মান ও অবমাননার যুগে এই সালাত তথা পরম অনুগ্রহের কত বেশি প্রয়োজন! আর এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।"

(মালফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মেনে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা। বিশেষ করে এই দিনগুলোতে দরূদ পাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত।

আমরা যখন অধিক হারে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করব তখন আমরা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হব যা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেছেন।

আবার নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর হারানো আদর্শগত ঐতিহ্য পুনর্বহাল এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এসব কাজই হচ্ছে কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এটি দেখতে পায় না। অথচ এই জামা'ত এখন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আর এর নিদর্শনাবলীর এত বেশি সাক্ষী রয়েছে যে, তাদেরকে যদি এক জায়গায় একত্রিত করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, ভূপৃষ্ঠের কোনো বাদশারও এত সংখ্যক সৈন্য নেই। "

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ যে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে হাজার হাজার আহমদী অংশগ্রহণ করেছে তারাও এই নিদর্শনগুলোর মাঝে একটি।

তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'তের সত্যতার স্বপক্ষে এত বেশি নিদর্শন রয়েছে যে, এর সবগুলো বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। যেহেতু ইসলামের চরম অবমাননা করা হয়েছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা এই অবমাননার প্রেক্ষিতেই এ জামা'তের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন।"

(মালফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "এই যুগও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ। শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শয়তান তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসলামের দু র্গে আক্রমণ রচনা করছে এবং সে ইসলামকে পরাজিত করতে চায়। কিন্তু খোদা তা'লা এখন শয়তানের এই সর্বশেষ যুদ্ধে তাকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

অতএব এ বিষয়টি সকল আহমদীকে নিজ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তিনি (আ.) বলেন, "ধন্য সে, যে তাকে সনাক্ত করে। পুণ্য লাভের সময় খুব স্বল্প রয়ে গেছে, কিন্তু অচিরেই সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের সত্যতাকে সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করবেন। সেটি এমন এক যুগ হবে যখন ঈমান আনা পুণ্যের কারণ হবে না আর সেটি তওবার দ্বার বন্ধ হওয়ার যুগ হবে। এখন আমার মান্যকারীদের বাহ্যত নিজের প্রবৃত্তির সাথে একভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়। সে দেখবে অনেক সময় তাকে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তার জাগতিক কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে, তাকে গালাগালি শুনতে হবে, সেঅভিসম্পাত শুনবে কিন্তু এই সকল বিষয়ের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সে পাবে।"

তিনি বলেন, " কিন্তু যখন দ্বিতীয় যুগ আসবে, অর্থাৎ যখন সেই সময় আসবে তখন জগদ্বাসী এদিকে এমন দুর্বার গতিতে আকৃষ্ট হবে যেভাবে উঁচু টিলা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ যখন উন্নতির যুগ আসবে (তখন এমনটি ঘটবে)। (যখন) কোনো অস্বীকারকারীই দৃষ্টিগোচর হবে না তখনকার স্বীকৃতির কী মানে হবে?"

[অর্থাৎ তখন ঈমান আনার কী মূল্য রয়েছে?]

"তখন ঈমান আনা বীরত্বের কাজ নয়, পুণ্য সব সময় দুঃখের যুগেই লাভ হয়ে থাকে।"

তিনি (আ.) বলেন, "হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)কে মেনে নিয়ে মক্কার নেতৃত্ব ছেড়ে দেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এক বিরাট জনগোষ্ঠির রাজত্ব দান করেন। আবার হযরত উমর (রা.)ও যখন কম্বল পরিধান করে নেন এবং "হারচে বাদা বাদ মা কিশতি দার আব আন্দাখতিম" অর্থাৎ নৌকা পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছি এখন যা হবার হবে (প্রবাদের) সত্যায়ন করে মহানবী (সা.)কে গ্রহণ করেন তখন কি খোদা তা'লা তার প্রতিদানের কোনো অংশ দিতে বাকি রেখেছেন? মোটেও না। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার জন্য সামান্য প্রচেষ্টাও করে সে এর প্রতিদান না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করে না। এখানে শর্ত হলো চেষ্টা করা। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি খোদার পানে সামান্য গতিতে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তার দিকে ছুটে আসেন।

গোপন অবস্থায় মানার নামই তো ঈমান। যে হেলাল তথা নতুন চাঁদ দেখতে পায় সে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন আখ্যায়িত হয়।" অর্থাৎ যে প্রথম রাতের চাঁদ দেখতে পায় তাকে বলা হয় প্রখর দৃষ্টির অধিকারী।" কিন্তু চতুর্দশী চাঁদ দেখে আমি চাঁদ দেখেছি, আমি চাঁদ দেখেছি বলে হইচই করবে তাকে তো পাগল বলা হবে।"

(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬)

অতএব সৌভাগ্যবান হলেন সেসব লোক যারা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে মান্য করছেন এবং বিরোধীতার মখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করছেন।

শুধু মেনে নেওয়াই যথেষ্ট নয় বরং মূল উদ্দেশ্য হলো এক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া এবং খাঁটি তৌহিদের পথে বিচরণকারী মানুষ হওয়া আর তখনই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বৃদ্ধি পেতে থাকে- এবিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর পথের সন্ধানে সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করে তাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিধান وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে চেষ্টা করে আমরা তাদেরকে নিজেদের পথ দেখিয়ে দিই (সূরা আন কাবূত : ৭০)- অনুযায়ী নিজে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে দেন আর তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ই যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় দোয়াতে অনীহা থাকে এবং বিশ্বাস শির্ক ও বিদআতে কলুষিত থাকে তবে সেটি আবার কিসের দোয়া আর সেই যাচনাই-বা কেমন যাচনা যা সুফল বয়ে আনবে?যতক্ষণ মানুষ পবিত্র হৃদয় এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে সকল অবৈধ পথ ও কামনার দ্বার নিজের জন্যবন্ধ করে কেবল খোদার সামনেই হাত পাতে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন লাভের যোগ্য হয় না। কিন্তু যখন সে কেবল আল্লাহ্ তা'লার দরবারেই সিজদাবনত হয় আর তাঁর কাছেই দোয়া করে তখন তার এ অবস্থা (ঐশী) সাহায্য ও রহমতকে আকর্ষণকারী হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে মানব হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত দেখে থাকেন আর যদি (তার হৃদয়ের) কোনো গভীর কোণেও কোনো ধরনের অন্ধকার, শিরক বা বিদআতের কোনো অংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে তার দোয়া এবং ইবাদতকে তার মুখে ছুড়ে মারেন। কিন্তু যদি দেখেন, তার হৃদয় সকল প্রকার কামনা বাসনা ও অমানিশা থেকে পুরোপুরি পবিত্র তাহলে তার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দেন আর তাকে স্বীয় (রহমতের) ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে তার লালনপালনের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। "

তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ এখানে আমরা দেখছি, এমন অনেক লোক আসে যাদের উদ্দেশ্যই থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। স্বার্থসিদ্ধি হলে তো ভালো নয়তো কীসের ধর্ম, কীসের ঈমান!"

কিছু কিছু লোক নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই বয়আত করে থাকে। আরেক স্থানে এর বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, "প্রবৃত্তির কামনা বাসনাও (এক ধরনের) শির্ক হয়ে থাকে। এটি হৃদয়কে পর্দাবৃত করে। মানুষ যদি বয়আতও করে থাকে, তবুও এটি তার জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

আমাদের জামা'তের (শিক্ষা হলো), মানুষ যেন প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে পরিহার করে বিশুদ্ধচিত্তে খাঁটি একত্ববাদের পথে ধাবিত হওয়া।

প্রকৃত চাওয়া যেন সত্যের জন্য হয়, অন্যথায় আসল কাঙ্খিত বিষয়ের মাঝে ভিন্নতা দেখলে তখনই পৃথক হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি ধনসম্পদে উন্নতি করার জন্য মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছিলেন?" তিনি (আ.) বলেন, "সাহাবীদের জীবন চরিতে দৃষ্টিপাত করলে তাদের মাঝে এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা ঘুণাক্ষরেও এমনটি করেন নি। আমাদের বয়আত তো তওবার বয়আত পক্ষান্তরে তাদের তথা সাহাবীদের বয়আত ছিল নিজের শিরচ্ছেদ করার বয়আত। সম্প্রতি আমি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছি আর সাহাবীদের ওপর খুতবার দীর্ঘ ধারা অব্যহত ছিল। এসব খুতবায় আলোচিত হয়েছে, কীভাবে তারা নিজেদের জীবনউৎসর্গ করতেন। একদিকে তারা বয়আত করতেন আর অপরদিক নিজেদের সব সহায়-সম্পদ, সম্মান, মর্যাদা, জান ও মাল হতে রিক্ত হস্ত হয়ে যেতেন। যেন তারা কোনো কিছুরই মালিক নন আর এভাবে তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগতিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সকল প্রকার সম্মান ও মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে

যেত। কে এমন চিন্তা করত যে, আমরা বাদশাহ হব বা কোনো দেশ বিজয়ী হব? এসব বিষয় তাদের চিন্তা ও কল্পনাতেও ছিল না বরং তারা তো সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন আর সর্বদা খোদা তা'লার রাস্তায় সব দুঃখ ও কষ্টকে সানন্দে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। তাদের নিজেদের অবস্থা তো এমনই ছিল যে, তারা এই জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'লা যে তাদের পু রস্কৃত করেছেন বা তাদেরকে দান করেছেন আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামতে ভূষিত করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।"

[মালফূ যাত, ৩য় খন্ড, পৃ . ২৮৬, টীকা]

আবার জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা- এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লাকে ভালোবাসার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, নিজ পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান এবং নিজ সত্তার মোটকথা সবকিছুর ওপর আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষকে স্মরণ কর বরং তার চেয়েও অধিক এবং প্রগাঢ় ভালোসার সাথে স্মরণ কর। (আল বাকারা: ২০১ এখন এখানে এবিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে এ শিক্ষা দেন নি যে, তোমরা খোদাকে পিতা বলে সম্বোধন কর বরং এমনটি শেখানোর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন খ্রি ষ্টানদের ন্যায় বিভ্রান্ত না হও আর খোদাকে যেন পিতা বলে ডাকা না হয় আর যদি কেউ বলে তাহলে তো পিতার চেয়ে নিম্নমানের ভালোবাসা হলো। এই আপত্তির খণ্ডন করার জন্য 'আও আশাদ্দা যিকরান' শব্দমালা জুড়ে দিয়েছেন। যদি 'আও আশাদ্দা যিকরান' শব্দমালা না থাকতো তাহলে আপত্তির সুযোগ ছিল কিন্তু এখন এ বাক্য এ সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছে। "

[মালফূ যাত, ৩য় খণ্ড, পৃ . ১৮৮]

অতএব আল্লাহ তা'লার প্রতি এমন ভালোবাসাই একজন মু'মিনের হৃদয়ে থাকা উচিত, অর্থাৎ জাগতিক সকল আত্মীয়তার উর্ধ্বে যেন খোদার ভালোবাসা স্থান পায়। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমরা কি আমাদের মাঝে এই ভালোবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি? কিংবা আমাদের হৃদয়ে কি এজন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা রয়েছে?

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভালোবাসার আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবং এর মানদণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "প্রকৃত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, খোদা তা'লার পূর্ণ ভালোবাসা লাভ করা আর এই ভালোবাসা ততক্ষণ সাব্যস্ত হতে পারে না যতক্ষণ ব্যবহারিক কর্ম পূর্ণাঙ্গীন না হবে। নিছক মৌখিক দাবির জোরে এটি প্রমাণিত হয় না। কেউ যদি মিছরি, চিনি বা গুড়ের নাম উচ্চারণ করে সেক্ষেত্রে নাম নেয়াতেই সেটি মিষ্টি হয়ে যায় না। তা মিষ্টি হয়ে যায় না। অথবা কেউ যদি মুখে কারো বন্ধুত্বের দাবি করে, স্বীকৃতি দেয় কিন্তু বিপদ বা প্রয়োজনের সময় তার সাহায্য ও সহযোগিতা না করে পাশকাটিয়ে চলে যায় তাহলে সেই বন্ধু সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না। তেমনিভাবে খোদা তা'লার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি যদি নিছক মৌখিক দাবি থাকে এবং একইসাথে ভালোবসারও মৌখিক দাবি থাকে সেক্ষেত্রে কোনো লাভ নেই। বরং এক্ষেত্রটি মৌখিক স্বীকারেক্তির পরিবর্তে ব্যবহারিক কর্মকে বেশি চায়। এর অর্থ এমন নয় যে, মৌখিক স্বীকারোক্তির কোনো মূল্যই নেই। না; আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি ব্যবহারিক সত্যায়ন আবশ্যক। এ জন্য খোদা তা'লার পথে তোমাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা আবশ্যক।"

অর্থাৎ সকল বিষয়ের ওপর খোদা তা'লাকে অগ্রগণ্য করা, সব বিষয়ের ওপর তাঁর নির্দেশাবলীকে প্রাধান্য দেওয়া, তাঁর প্রেরিত ধর্মকে সকল বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

তিনি (আ.) বলেন, "আর এটিই ইসলাম, এটিই সেই উদ্দেশ্য যে কারণে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব যে এখন এই ঝর্ণার নিকট আসে না যা খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করেছেন সে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত থাকবে। যদি কিছু নিতে হয় এবং লক্ষ্য অর্জন করতে হয় তাহলে সত্যিকার অন্বেষণকারীর উচিত এই ঝর্ণার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সম্মুখে পা বাড়ানো আর এই প্রবাহমান ঝর্ণার প্রান্তে তার মুখ রাখা। কিন্তু এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ অন্যদের সাথে সম্পর্কের জামা খুলে ফেলে নিজ প্রভুর আশ্রয়ে বিনত না হবে আর এই অঙ্গীকার না করবে যে, পার্থিব সম্মান বিনষ্ট হলেও এবং বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়লেও খোদাকে পরিত্যাগ করবে না। যা-ই হোক আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করা যাবে না। আর খোদা তা'লার পথে সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইব্র াহীম (আ.)-এর অসাধারণ নিষ্ঠা এটিই ছিল যে, তিনি নিজ পুত্রকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

ইসলামের উদ্দেশ্য হলো অনেক ইব্রাহীম সৃষ্টি করা। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ইব্র াহীম হওয়ার চেষ্টা করা। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, ওলী হও, ওলীর ভক্ত হইও না, পীর হও পীরের পূ জারি হইও না। তোমরা সেসব পথ ধরেএসো, নিঃসন্দেহে সেগুলো সংকীর্ণ পথ। [অর্থাৎ নিজেকে এই মানের মানুষ বানাও। পীর-মুরিদী (প্রথা) আরম্ভ করে দিবে এমন নয় বরং নিজেকে সে পর্যায়ে নিয়ে যাও যেখানে পেঁ ছিলে ওলী আখ্যায়িত হওয়া যায়, যে স্তরে (পৌঁছলে) মানুষ বলবে, হ্যাঁ! এই ব্যক্তি এমন যিনি সৎকর্ম করে, তার অনুসরণ করা উচিত]। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা সেসব পথ ধরে এসো, নিঃসন্দেহে সেগুলো সংকীর্ণ পথ, কিন্তু সেগুলোতে প্রবেশ করে প্রশান্তি ও আরাম লাভ হয়। তবে এই দরজা দিয়ে একদম হালকা হয়ে অতিক্রম করা আবশ্যক। মাথায় যদি অনেক বড় বোঝা থাকে তাহলে কেবল বিপদই বিপদ। [অর্থাৎ জাগতিক কামনা বাসনা এবং জাগতিক স্বার্থের বোঝা যদি মাথায় চাপানো থাকে আর জগত অগ্রগণ্য এবং ধর্ম পশ্চাতে থাকে তাহলে এ পথ দিয়ে অতিক্রম করা খুব কঠিন।] যদি অতিক্রম করতে চাও তাহলে এই বোঝা যা জাগতিক সম্পর্ক এবং জগৎকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার বোঁচকা, তা ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমাদের জামা'ত যদি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাহলে তাদের উচিত সেটিকে ছুঁড়ে ফেলা।

তোমরা নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, তোমাদের মাঝে যদি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তোমরা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত হবে এবং খোদা তা'লার সমীপে সত্যবাদী হতে পারবে না। এমতাবস্থায় শত্রুর পূর্বে সে ধ্বংস হবে যে বিশ্বস্ততাকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতাকে অবলম্বন করে। খোদা তা'লা প্রতারিত হন না আর অন্য কেউও তাঁকে প্রতারিত করতে পারে না। তাই আবশ্যিক বিষয় হলো তোমরা সত্যিকার নিষ্ঠা ও সততা সৃষ্টি করো।"

(মালফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮-১৯০, মুদ্রণ : ১৯৮৪)

এরপর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেমাস্পদের সাথেও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আপন একত্ববাদের পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যত ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্য (এমন) লোকদেরউদাহরণ দিতে গিয়ে যারা পীর পূজায় মত্ত, কবর পূজারি আবার একই সাথে এ দাবিও করে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিলীন। আর যারা আমাদের কাফের বলে তারা এই ঘোষণা দেয়, আহমদীরা মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করেছে, নাউযুবিল্লাহ্। অতএব এদের সর্ম্পকে তিনি (আ.) বলেন, এক ব্যক্তি যদি কারো প্রেমিক হওয়ার দাবি করে আর তার মত প্রেমাস্পদ যদি আরো হাজার হাজার থাকে সেক্ষেত্রে তার ভালোবাসা ও প্রেমের বিশেষত্ব কী রইল!

অর্থাৎ এক লোক যদি কারো প্রেমিক হওয়ার দাবি করে আর একই সাথে সে আরো অনেক প্রেমাস্পদ বানিয়ে রাখে তাহলে যাকে সেভালোবাসছে তার কী বিশেষত্ব থাকে!

কাজেই এসব লোক যারা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে তারা যদি সত্যিই মহানবী (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে থাকে যেমনটি তারা দাবি করে তাহলে হাজার হাজার খানকা এবং মাজারের পূজা করার কারণ কী? অনেক খানকা এবং মা জার রয়েছে যেখানে এরা যায়, উপঢৌকন দেয়, দোয়া করে এমনকি সিজদাও করে ফেলে। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র মদীনায় যায় ঠিকই কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকায় খালি পা ও নগ্ন মাথায় যায়। পাক পঞ্চতনের জানালা দিয়ে অতিক্রম করাই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে। কেউ কোনো পতাকা টাঙিয়ে রেখেছে, কেউ অন্য কোনো রীতি অবলম্বন করেছে। তাদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় (একথা ভেবে) কেঁপে উঠে যে, এরা এসব কী করছে? উপমহাদেশ, (অর্থাৎ) ভারত ও পাকিস্তানে এসব বিষয় অহরহই দেখা যায়। ইসলামের জন্য যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান না থাকত এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ যদি খোদা তা'লার বাণী না হত আর তিনি যদি একথা না বলতেন যে, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ তাহলে নিঃসন্দেহে আজ ইসলামের এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, এটি ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে

সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান উদ্বেলিত হয়েছে আর তার রহমত এবং সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি চেয়েছে যেন মহানবী (সা.)-এর বুরুজকে পুনরায় অবতীর্ণ করে এ যুগে তাঁর নবুওয়্যতকে নবরূপে জীবিত করে দেখায়। এজন্য তিনি এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহ্দীরূপে প্রেরণ করছেন।

(মালফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২, মুদ্রণ : ১৯৮৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদীরূপে প্রেরণ করছেন। অতএব আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব আর তখনই আমরা আমাদের বয়আতের দাবি পূরণ করতে পারব যখন আমরা আমাদের ও অন্যদের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাব এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা আর রসূলপ্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করব, নিজেদের জিহ্বাকে তসবিহ, তাহমীদ ও দরূদের মাধ্যমে সিক্ত রাখার চেষ্টা করব।

সাহাবীদের আদর্শ অবলম্বন করা এবং তাদের মত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যখন এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন তখন এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন, এ জামা'ত যেন সাহাবীদের জামা'ত হয় আর এরপর যেন খায়রুল কুরুনের যুগ তথা শ্রেষ্ঠ শতাব্দীর এসে যায়। যে-সব লোক এ জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয় তারা যেহেতু 'আখারিনা মিনহুম'- এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাই তারা যেন মিথ্যা কার্যকলাপের পোশাক খুলে ফেলে। আহমদী হওয়ার জন্য মিথ্যা কার্যকলাপ বাদ দেওয়া উচিত। আর (তারা যেন) তাদের পূর্ণ মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করেএবং ফায়যে আ'ওয়াজ, অর্থাৎ বক্র যুগের শত্রু হয়। ইসলামে তিনটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরুনে সালাসা, এরপর ফায়যে আ'ওয়াজ তথা বক্তার যুগ, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'লায়সু মিন্নি ওয়া লাসতু মিনহুম'। অর্থাৎ তারাও আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না আর আমিও তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না। আর তৃতীয় যুগ হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ র যুগ যা মহানবী (সা.)-এর যুগের সাথেই সম্পৃক্ত বরং প্রকৃতপক্ষে এটি মহানবী (সা.)-এরই যুগ। ফায়যে আ'ওয়াজের কথা যদি মহানবী (সা.) নাও বলতেন তাহলেও এই কুরআন শরীফ আমাদের হাতে রয়েছে আর ?اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (আল জুমআহ: ৪) স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, এমন কোনো যুগও আছে যা সাহাবীদের রীতিনীতির পরিপন্থি। অর্থাৎ তাদের কাজ সাহাবীদের থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করছে যে, এই হাজার বছরের মাঝে ইসলাম (ধর্ম) বহুবিধ সমস্যা ও বিপদাপদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। ধর্ম বিকৃত হতে থেকেছে। স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং মু'তাযেলা, আবাহিয়া ইত্যাদি বহু ফিরকা সৃষ্টি হয়।

তিনি (আ.) বলেন, আমরা এ বিষয়টি স্বীকার করি যে, এমন কোনো যুগ অতিক্রান্ত হয় নি যে যুগে ইসলামের কল্যাণের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু সেই মধ্যবর্তী যুগে যে-সকল ওলী আউলিয়া অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সংখ্যা এতটাই কম ছিল যে, সেই কোটি কোটি মানু ষ যারা সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে ইসলাম থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিল তাদের বিপরীতে তারা (সংখ্যায় তেমন) কিছুই ছিলেননা। তাই মহানবী (সা.) নবুয়্যতের দৃষ্টিতে এ যুগকে দেখেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'ফেয়জে আওয়াজ' তথা বক্তার যুগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখন আরেকটি বিশাল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন যারা সাহাবীদের দল বলে আখ্যায়িত হবে। কিন্তু যেহেতু খোদা তা'লার বিধান হলো, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত ধারাবাহিকভাবে উন্নতি লাভ করে, তাই আমাদের জামা'তের উন্নতিও ধাপে ধাপে এবং 'কাযারঈন' অর্থাৎ শস্যের ন্যায় হবে। যেভাবে শস্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ঠিক সেভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই বীজের ন্যায় যা ভূমিতে বপন করা হয়। সেই সমস্ত সুউচ্চ মর্যাদা ও লক্ষ্য যেখানে আল্লাহ্ তা'লা একে উপনীত করতে চান তা এখনো অনেক দূর। তা (ততক্ষণ) পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না সেসব গুণাবলী সৃষ্টি হবে যা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়।

একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মাঝেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, এক বিশেষ রূপের তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্ (তথা জগৎ বিমুখ খোদা প্রেমী) হতে হবে, যিকরে ইলাহী (তথা আল্লাহ্র স্মরণ)-এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এবং হুকুকে ইখওয়ান, অর্থাৎ নিজ ভাইয়ের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।"

(মালফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫, মুদ্রণ : ১৯৮৪)

অতএব এগুলো হলো আমাদের উদ্দেশ্য যেগুলো অর্জ নের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর তখনই আমরা জামা'তের বিভিন্ন উন্নতি দেখতে পাব।

এছাড়া বিশেষ মনোযোগ এবং গভীর অভিনিবেশসহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করার প্রতিআমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখ হবে, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী (ঐশী) কিতাবসমূহ এবং নবীদের ওপর অনুগ্রহ করেছে। তাদের শিক্ষা যা কাহিনীর মত ছিল (সেগুলোকে) জ্ঞানের আদলে উপস্থাপন করেছে। আমি সত্যিই বলছি, কোনো ব্যক্তিই এসব কেচ্ছাকাহিনী দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না যতক্ষণ না সে পবিত্র কুরআন পাঠ করবে। কেননা পবিত্র কুরআনেরঅনন্য বিশেষত্ব হলো 'ইন্নাহু লাকাউলুল ফাসলুন, ওয়ামা হুয়া বিলহাযল' অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে এটি একটি মীমাংসিত ঐশীবাণী এবং আদৌ কোনো নিরর্থক কথা নয়। এটি নিক্তি, তত্ত্বাবধায়ক, জ্যোতি, আরোগ্য এবং রহমত। যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে একে কল্পকাহিনী মনে করে তারা আসলে কুরআন পড়ে নি বরং এর অসম্মান করেছে। আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধিতায় কীভাবে এতটা ক্ষিপ্র হয়েছে? তা কি কেবল এ জন্য যে, আমরা পবিত্র কুরআনকে ঠিক সেভাবে (উপস্থাপন করে) দেখাতে চাই যেভাবে খোদা তা'লা বলেছেন, এটি সুস্পষ্ট জ্যোতি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান অথচ তারা চেষ্টা করে পবিত্র কুরআনকে একটি সাধারণ কিচ্ছাকাহিনীর চেয়ে অধিক গুরুত্ব না দেয়ার। আমরা এটি সহ্য করতে পারি না। খোদা তা'লা নিজ কৃপায় আমাদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল (ঐশী) কিতাব। তাই আমরা এর বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কেন করব? মোটকথা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে আমি বার বার উপদেশ দিয়ে বলে থাকি, খোদা তা'লা এই জামা'তকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এ বিষয়টি আমরা কুরআন পড়েই বুঝতে পারি। এর সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই লাভ করতে পারি। কেননা এটি ছাড়া কর্মজীবনে কোনো নূর সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আমি চাই, বাস্তব সত্যের মাধ্যমে ইসলামের গুণ জগতে প্রকাশিত হোক যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে এ কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তাই অধিকহারে পবিত্র কুরআন পাঠ কর কিন্তু কেবল কিচ্ছাকাহিনী মনে করে নয় বরং একটি দর্শন মনে করে (এটি পাঠ কর)।

(মালফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫, মুদ্রণ : ১৯৮৪)

অতএব এর অর্থ, মর্ম ও তফসীরের প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি দেয়া উচিত।

এরপর পুণ্যকর্মের দিকে আরো মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে এবং এর পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা কী (তা বলতে গিয়ে) তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম কেও সংযুক্ত করেছেন। বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকাই হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম । স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সর্ব দা চোর হানা দেয়- তা কী? সেটি কোন্ চোর? সেগুলো হলো লৌকিকতা, অর্থাৎ মানুষ যখন একটি কাজ লোকদেখানোর জন্য করে; আত্মশ্লাঘা , অর্থাৎ কোনো কাজ করে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ভাবে, আমি অনেক ভালো কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মন্দকর্ম ও পাপ তার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ সবই চোর। এর ফলে মানুষের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম হলো তা যাতে যুলুম, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের কল্পনাও থাকে না। সৎকর্ম দ্বারামানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পাওয়া যায় একইভাবে এ জগতেও রক্ষা পাওয়া যায় ।

পুরো বাড়িতে যদি এক ব্যক্তিও সৎকর্মপরায়ণ থাকে তাহলে পুরো বাড়ি রক্ষা পায়।

জেনে রেখো! তোমাদের মাঝে যদি সৎকর্ম না থাকে তবে শুধু মানা কো নো কাজে লাগবে না। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়ার অর্থ হলো তাতে যা লেখা থাকে তা সংগ্রহ করে সেবন করা। সে যদি এসব ঔষধ সেবন না করে শুধু ব্যবস্থাপত্র নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে তার কী লাভ হবে?"অতএব আমাদের এখন দায়িত্ব হলো তাঁর (আ.) উপদেশ মেনে কাজ করা। এটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়। অন্যথায় বয়আত গ্রহণের কোনো মূল্য নেই।

তিনি (আ.) বলেন, "এখন তোমরা তওবা করেছ,তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের নিজেকে কতটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছ? এখন সেই যুগ এসে গেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করতে চান। অনেকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করে না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে অন্যথায় খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু।

কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিতও থাকে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'লা স্থায়ীভাবে ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন।"জানা নেই, মানুষ কখন কী কথা বলে বসে যা পাপ বলে গণ্য হয়। "কাজেই সব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত যেন মানুষ সকল পাপের জন্য তা হোক বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ, সে তা জানুক বা না জানুক এবং হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এক কথায় সকল প্রকার পাপ থেকে ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়াটি বেশি বেশি পড়া উচিত।" তিনি (আ.) বলেন, আদম (আ.)-এরদোয়া পড়। আর সেটি কোন্ দোয়া? তা হলো, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪) এই দোয়া আদিতেই গৃহীত হয়েছে। উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করবে না। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করে না মোটেই আশা করা যায় না সে (সহ্য)ক্ষমতার উর্ধ্বে কোনো বিপদে নিপতিত হবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, "رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي তিনি (আ.) বলেন, এ দোয়াও পড়। (মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৭৬, ১৯৮৪ সনে যু ক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! আত্মার পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে বুদ্ধি তেজোদীপ্ত হয়। মানুষ আত্মাকে যত পরিশুদ্ধ করবে বুদ্ধি ততই তীক্ষ্ণ হবে আর (এ অবস্থায়) ফিরিশতা সামনে দাঁড়িয়ে তার সাহায্য করে কিন্তু পাপী জীবনের অধিকারীদের মস্তিষ্কে আলো প্রবেশ করতে পারে না। তাকওয়া অবলম্বন করো যেন খোদা তোমাদের সহায় হন। সত্যবাদীর সাহচর্যে থাকো যাতে তোমার নিকট তাকওয়ার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং তুমি সামর্থ্য লাভ করো। এটাই আমাদের মূল অভিপ্রায় আর একেই আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৮, ১৯৮৪ সনে যু ক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

তিনি (আ.) বলেন, আমার জামা'তের সর্বদা এই নসীহত স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেন এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখে যা আমি বর্ণনা করে থাকি। সর্বক্ষণই আমার যদি কোনো চিন্তা হয় তবে তা হলো, পৃথিবীতে তো (বৈবাহিক) সম্পর্ক তৈরি হয়েই থাকে। এগুলোর কিছু সৌন্দর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, কিছু হয়ে থাকে বংশ কিংবা ধনসম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে আর আর কিছু হয়ে থাকে শক্তিসামর্থ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসব বিষয়ের কোনো মূল্য নেই। তিনি তো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ (আল হুজরাত: ১৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত ও মর্যাদাবান যে মুত্তাকী। এখন যে জামা'ত তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত খোদা সেটিকেই অবশিষ্ট রাখবেন আর অন্যদের ধ্বংস করবেন। এটি খুবই স্পর্শকাতর স্থান আর এখানে একসাথে দুজন দণ্ডায়মান হতে পারে না, অর্থাৎ মুত্তাকীও সেখানে থাকবে আর পাপাচারী ও অপবিত্র ব্যক্তিও সেখানে থাকবে। এটি নিশ্চিত যে, মুত্তাকী (সেখানে) দাঁড়িয়ে থাকবে আর মন্দদের ধ্বংস করা হবে। কিন্তু যেহেতু একমাত্র খোদা তা'লাই ভালো জানেন, তাঁর দৃষ্টিতে কে মুত্তাকী, তাই এটি অত্যন্ত ভীতির স্থান।

সেই সৌভাগ্যবান যে মুত্তাকী আর হতাভাগা হলো সে যে অভিশপ্ত হয়েছে। (মলফূ যাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮-২৩৯)

অতএব সর্বদা আমাদের উচিত তওবা, ইস্তেগফার এবং আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকার আর শয়তান থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকা।

তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'তে অন্তভুক্ত হওয়ার পর তোমরা এক ভিন্ন সত্তায় পরিণত হও আর সম্পূর্ণ রূপে তোমরা এক নতুন জীবনযাপনকারী মানুষ হয়ে যাও। তোমরা পূর্বে যা ছিলে তা থেকো না। এটি মনে করো না যে, খোদা তা'লার পথে নিজেদের পরিবর্তন করলে তোমরা মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে বা তোমাদের অনেক শত্রু হবে। না, আল্লাহ্ র আঁচল যে আঁ াকড়ে ধরে সে কখনোই মুখাপেক্ষী হয় না,সে কখনোই দুর্দিনের সম্মুখীন হয় না। খোদা তা'লা যার বন্ধু এবং সাহায্যকারী হয়ে যান গোটা পৃথিবীও তার শত্রু হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই। মু'মিন বিপদাপদে নিপতিত হলেও কখনো সে কষ্ট পায় না। বরং সেই দিনগুলো তার জন্য জান্নাতের দিন হয়। খোদা তা'লার ফিরিশ্তারা তাকে মায়ের মতো করেকোলে তুলে নেয়।

সারকথা হলো, খোদা তা'লা স্বয়ং তার সুরক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী হয়ে যান।

ইনি সেই খোদা যিনি 'আলা কুল্লে শাঈয়্যীন কাদীর', তিনি 'আলেমুল গায়েব', তিনি 'হাইয়্যুন কাইয়্যুম'। এই খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরলে কি কেউ কোনো কষ্ট পেতে পারে? কক্ষনো না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্যিকার বান্দাদের এমন মু হূ র্তে রক্ষা করেন যা দেখে জগদ্বাসী বিস্মিত হয়ে যায়। আগুনে নিপতিত হওয়ার পরও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জীবিত উদ্ধার পাওয়া কি জগদ্বাসীর জন্য বিস্ময়ের বিষয় ছিল না? ভয়ংকর ঝড়ের কবল থেকে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথির নিরাপদে রক্ষা পাওয়া কি কোনো সামান্য বিষয় ছিল? এরূপ বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে আর খোদা তা'লা স্বয়ং এ যুগে তঁ ার ঐশী কুদরতের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। দেখো! আমার বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনেক বড় নামকরা এক ডাক্তার, যে একজন পাদরি সে এতে বাদী হয় আর আর্যরা এবং কতক মুসলামানও তার সমর্থন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে যা খোদা তা'লা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, 'আব্রা', ।

(মালফূযাত, ৩য়খণ্ড, পৃ. ২৬৩-২৬৪, ১৯৮৪ সনে যু ক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

'অর্থাৎ আমাকে দোষী বানানো হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা তাকে সম্মানের সাথে মু ক্তি দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নসীহত এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন এবং আমরা যেন সত্যিকার অর্থে ই নিজেদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধনকারী হতে পারি।

জলসার এই দিনগুলোতে কাদিয়ানেও এবং অন্য যেসব দেশে জলসা হচ্ছে সেখানকার প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন বিশেষ দোয়ার মাঝে নিজেদের সময় অতিবাহিত করে আর এই দোয়াও যেন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বয়আতের দাবি পূরণ করারতৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদীর এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখুন যে, আমরা কি তেমন আহমদী হতে পেরেছি যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বানাতে চেয়েছেন অথবা নিজ জামা'তের কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন? (এর উত্তর) যদি না হয়ে থাকে তাহলে এজন্য সর্বদাআমাদের চেষ্টা ও দোয়া করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। কয়েকটি জানাযা রয়েছে। একটি জানাযা হাযের। [হুযূর (আই.) জিজ্ঞেস করেন, জানাযা কি এসেগেছে?] হাযের জানাযা হচ্ছে ফযল আহমদডোগার সাহেবের। তিনি জামেয়া আহমদীয়া যু ক্তরাজ্যের একজন কর্মী ছিলেন। তিনি চৌধুরী আল্লাদেত্তা ডোগর সাহেবের পুত্র ছিলেন। ২১ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেছেন,ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।

মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী উষমা ফযল সাহেবা এবং চার পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। ১৯৯২ সালে তিনি এখানে, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন। এরপর তিনি নিজের কাজ করতে থাকেন আর তারপর ১৯৯৯ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দয়াপরবশ হয়ে তার ওয়াক্ফ গ্রহণ করেন এবং বেশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাব(রাহে.)-এর ব্যক্তিগত সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে আমি তাকে যুক্তরাজ্যের জামেয়াতে নিযুক্তি প্রদান করি। তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর তাকে লাইব্রেরির ইনচার্জ বানানো হয়। এ পদে থেকেই তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন।

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি খুবই গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে প্রকাশিত রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্সের সকল সংস্করণ তিনি স্ক্যান করেছেন এবং সেগুলোর অনুলিপি তৈরী করে সেখানে রেখেছেন। রূহানী খাযায়েনের মূল সংস্করণও স্ক্যান করেছেন। সেগুলোরও অনুলিপি প্রস্তুত করেন। তার সন্তানরা বর্ণনা করেছেন, তার বড় আশা ছিল তার যেন সন্তানরা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকে এবং আনুগত্যকারী থাকে। তিনি বলতেন, জামা'তের দায়িত্ব পালন থেকে মানুষ কখনো অবসর গ্রহণ করতে পারে না, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার নাম হচ্ছে ওয়াক্ফ। এছাড়া আমাকে দোয়া করার জন্য বলতেন যে, দোয়া করুন আমি যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকরতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তার এ মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন এবং হাসপাতালে যাওয়ার দুই দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ করে এসেছেন।

জামেয়ার শিক্ষক হাফেয্ মাশহুদ সাহেব লিখেন, ফযল ডোগার সাহেবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তিনি খিলাফতের সত্যিকার

প্রেমিক, বিশ্বস্ত এবং নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তাহলে এতে কোনো প্রকার অত্যুক্তি হবে না। এরপর তিনি আরো বলেন, ফযল ডোগার সাহেব সত্যিকারের ওয়াকেফে জিন্দেগী ছিলেন যাকে আমরা সর্বক্ষণ জামেয়া আহমদীয়ার লাইব্রে রিকে নিজ সন্তানদের মতো গোছগাছ করে পরিপাটি করতে দেখেছি। পুরাতন পাণ্ডুলিপি এনে এনে সেগুলো স্ক্যান করতেন এবং সেগুলোকে চমৎকারভাবে বাঁধাই করিয়ে লাইব্রে রির শোভা বানাতেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তার অক্লান্ত পরিশ্রম যার ফলে এখন জামেয়া আহমদীয়ার লাইব্রে রিতে ২৫ হাজারের অধিক বইপুস্তক রয়েছে, অথচ উপকরণ খুবই সীমিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও তাঁর এক খুতবায় যা তিনি আমার পিতা সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের মৃত্যুর সময় প্রদান করেছিলেন তাতে তার কথা উল্লেখ করেছিলেন আর তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং তার কার্যক্রমের প্রশংসা করেছিলেন।

সর্বদা জলসার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার সাথেও রাবওয়াতে জলসার দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বদা আমি তাকে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে আর রাত-দিন একাকার করে কাজ করতে দেখেছি। তার কোনো চিন্তা থাকত না। তার জামাতা শাহেদ ইকবাল সাহেব সুইজারল্যান্ডের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর আছেন অথবা ছিলেন, তিনি বলেন, যখনই কথা হতো সর্বদা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, নামায পড়েছি কি না। নামাযের বিষয়ে নসীহত করতেন আর এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও সর্বদা জামা'ত ও খিলাফতের সাথে যুক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা গায়েব হবে মালেক মনসূর আহমদ উমর সাহেবের, যিনি রাবওয়াতে মুরব্বী সিলসিলা ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি জামেয়া পাশ করেন। তারপর তিনি আরবী ফাযেল পরীক্ষাও পাশ করেন। ৭১ থেকে ৭৩ সালে তিনি ইসলামাবাদের নমল ইউনিভার্সিটি থেকে জার্মান ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। শুরুতে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তার পদায়ন হয়। অতঃপর ১৯৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে জার্মানি প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি প্রায় দেড় বছর অবস্থান করেন। এরপর ফেরত এসে পুনরায় পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তার পদায়ন হয়। পরবর্তীতে আবার ১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাসে তাকে জার্মানি প্রেরণ করা হয় যেখানে তিনি ১৯৮৬ সন পর্যন্ত আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ওই সময় তিনি অভিবাসনপ্রার্থী হিসেবে আগত লোকদের (জার্মান) ভাষাও শেখাতেন এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতাও করতেন। রিশতানাতা বিভাগেও তিনি কাজ করেছেন। জামেয়াতে জার্মান ভাষা পড়িয়েছেন। প্রায় ৪৬ বছর পর্যন্ত তিনি ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার এক কন্যা ফায়েযা রঈস জাপানের মিশনারি ইনচার্জ মুনীস রঈস সাহেবের স্ত্রী এবং এক পুত্র সাবাহ্ উজ্ জাফর মালেক মুরব্বী সিলসিলা। এছাড়া তার আরো সন্তানসন্ততি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো গাম্বিয়ার মুয়াল্লেম সিলসিলা জনাব ঈসা জোসেফ সাহেবের। এটিও গায়েবানা জানাযা। কিছুদিন পূর্বে ডিসেম্বর মাসে ৬১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। সেখানকার নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, (তিনি) অত্যন্ত সফল একজন মুবাল্লেগ ছিলেন। জামেয়া হতে পাশকৃতও ছিলেন না, কিন্তু জামা'তের জন্য নিবেদিতপ্র াণ ছিলেন। এক সৈনিকের ন্যায় সর্বদা কাজ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলতেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেনাদলের একজন নগন্য সৈনিক এবং জামা'ত তাকে যে আদেশই দিবে তা পালন করতে প্রস্তুত আছেন। জলসা ও অন্যান্য জামা'তী অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদা নিজ জামা'তের সদস্যদের সাথে থাকতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাদের তরবিয়ত করতেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের আহমদীদের কুরবানীকে তিনি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেন আর সবর্দা তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের সম্মান করেন। খিলাফতের সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন আর যখন উত্তর পেতেন তখন খুবই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে সেগুলোর উল্লেখ করতেন। তিনি তার

সন্তানদের মাঝেও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং সন্তাদেরও বলতেন, যুগ খলীফাকে (নিয়মিত) চিঠি লিখো।

সৈয়দ সাঈদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, বর্তমানে সিয়েরা লিওনে আছেন, তিনিও গাম্বিয়াতে ছিলেন। তিনি বলেন, তার জন্ম সেনেগালে হয়েছিল এবং এরপর চাকুরীসূত্রে তিনি অথবা পড়াশোনা শেষ করে গাম্বিয়া চলে আসেন এবং নাসের আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই সময় তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং পরে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি করতে থাকেন। ১৯৯৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা গাম্বিয়া ত্যাগ করলে তাকে নাসের আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল বানিয়ে দেওয়া হয়। এ পদে (থেকে) তিনি অসামান্য সেবা প্রদান করেছেন। এরপর তাকে আঞ্চলিক মিশনারী বানিয়ে দেওয়া হয় এবং আমৃত্যু তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

ঈসা জোসেফ সাহেবের মাধ্যমে অনেক তৃষ্ণার্ত আত্মা আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। তার ধর্মীয় জ্ঞানও অনেক বেশি ছিল। তিনি নিজে অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করেছেন। অ-আহমদীদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল, এ কারণে অধিকাংশ অঞ্চলের গোত্রপ্রধান ও ইমামরা তাকে অনেক সম্মান করতেন। এছাড়া কেউ (অত্র) অঞ্চলে আহমদীদের বিরোধিতা বা দুষ্টামি করতে চাইলে কখনো কখনো এসব ভদ্র প্রকৃতির লোক প্রতিরোধ করতেন এবং রুখে দাঁড়াতেন আর বিরোধীদের ব্যর্থতার মুখ দেখতে হতো।

তিনি আরো লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার জ্ঞানের ব্যাপকতা। যেভাবে আমি বলেছিতার পড়াশোনার পরিধি ব্যাপক ছিল আর জামা'তী বইপুস্তকের বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। জলসা সালানায় বেশ কয়েকবার তিনি বক্তৃতা দেয়ারও সুযোগ পেয়েছেন। অনুরূপভাবে জামা'তী পত্রপত্রিকায় তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। বিনয় ও নম্রতা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি উত্তম পরামর্শদাতাও ছিলেন আর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাকে সর্বদা সম্পৃক্ত করা হতো। তার অধিকাংশ মতামত সঠিক হতো। তাহাজ্জুদ নামায এবং দোয়া করতে অভ্যস্ত ছিলেন, বহু সংখ্যায় সত্য স্বপ্ন দেখতেন। এছাড়া যখনই কেউ তাকে দোয়ার জন্য বলতো তখন তাকে পরামর্শ দিতেন যে, প্রথমে যুগ খলীফাকে দোয়ার জন্য পত্র লিখো আর এরপর নিজেও দোয়া করতেন।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লেগ মাসুদ সাহেব বলেন, তবলীগের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। কয়েক ঘন্টা সফর করে দূরদূরান্তের গ্রামে যেতেন। অত্যন্ত পবিত্রচেতা ও হাসিখুশি একজন মানুষ ছিলেন। আনন্দ হোক বা বেদনা, অসুস্থতা হোক বা দুশ্চিন্তা সর্বদা মুখে হাসি লেগে থাকত। সবার সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। সবার সাথে এমন হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, সাক্ষাৎকারী ভাবতো তিনি কেবল আমাকেই ভালোবাসেন। খুবই দয়ালু , নম্র ও সদয় মানুষ ছিলেন। কখনো কারো নিন্দা করতেন না আর কারো বিষয়ে নাকও গলাতেন না। নিজ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অসাধারণ আনুগত্য করতেন। অধীনস্থদের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তাদের সাহস যোগাতেন। তিনি বলেন, যখনই তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি বা যোগাযোগের চেষ্টা করেছি তখন জানা যেত যে, ছুটির দিনে তিনি তবলীগের জন্য বাহিরে আছেন। হোয়াটস্এ্যাপ স্ট্যাটাসে কুরআনী আয়াত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের তবলীগি ও তরবিয়তী পোস্ট আর খলীফাদের ছবি প্রত্যহ রীতিমতো শেয়ার করতেন এবং আহমদী ও অ-আহমদী লোকদের প্রেরণ করতেন। তবলীগের অনেক আগ্রহ ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্য সমূহ ধরেরাখার তৌফিক দিন। যেমনটি আমি বলেছি, এখন জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযা পড়ানো হবে, ইনশাআল্লাহ্।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

মৃত্যু হয়েছে। আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিলাম। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে সমস্ত দুঃখ দূর হয়েছে। এখন আমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করছি। ১২ বছর পূর্বে আমার ভাইকে শহীদ করা হয়েছিল। আমার পিতা এই চিন্তা নিয়েই জীবনের বাকি দিনগুলি কাটিয়েছেন। কিন্তু আজ আমি চিন্তামুক্ত হলাম। আমার জন্য এটি এমন একটি মুহূর্ত যা সব সময় মনে পড়বে।

*লাঈক আহমদ রিযওয়ান সাহেব বলেন: সাক্ষাতের দৃশ্য অত্যন্ত সুখকর ছিল। আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল চাঁদ ছিল আর আমাদের দৃষ্টি অবনত ছিল।

* সোহেল আহমদ আলাউদ্দীন সাহেব বলেন: এটি আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত ছিল। এমন আনন্দ হচ্ছে যে মুখে বলতে পারছি না। আমি হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ থেকে এসেছি।

এই সাক্ষাতানুষ্ঠানটি ৮: ১০টায় সমাপ্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ঘানার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাত

এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানে ছিলেন ঘানার দূত হাজিয় আলিমা মাহামা সাহেবা, ফাইনান্স অফিসার আয়েশেতু শানি এবং কাউন্সিল অফিসার আমিডু মহম্ম কারান্ডে সাহেব। হুযুর ঘানায় বিভিন্ন এলাকায় নিজের অবস্থান করার বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৯৭০ ও ৮০-র দশকে যখন আমি সেখানে থাকতাম, সেই সময় সড়ক-যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোর অবস্থা ততটা ভাল ছিল না। এখন সেগুলো উন্নত হয়েছে? রাজনীতিকরা যদি একথা উপলব্ধি করেন যে তাদেরকে নিজেদের জাতি ও দেশের মানুষের সেবা করতে হবে তবে দেশের অবস্থার উন্নতি ঘটবে। হুযুর রাষ্ট্রদূতকে বলেন, আপনি এখানে যুক্তরাষ্ট্রেও নিজের দেশের উন্নতির জন্য নিজের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ঘানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: ঘানাকে পুঁজিপতিদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে। ঘানার মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশটির প্রয়োজন শুধু এই সম্ভাবনাগুলির সমস্ত উপকরণগুলিকে কাজে লাগানো।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার বিশ্বাস, ঘানা উন্নতি করতে পারে আর সমগ্র আফ্রিকার অগ্রণী দেশ হয়ে উঠে আসতে পারে। আপনাদের সড়ক-যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে দেশের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো উচিত। আপনাদের দেশ অত্যন্ত উর্বর ভূমির দেশ। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাত হওয়া উচিত। এরজন্য আপনাদের সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার সহজলব্ধতা প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ঘানাকে ভাল করে জানি। ঘানাকে আমি খুব ভালবাসি আর আমার বাসনা, এই দেশটি আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ দেশগুলির অন্তর্ভুক্ত হোক।

রাষ্ট্রদূত বলেন: ২০০৮ সালে ঘানায় হুযুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, যখন তিনি শতবার্ষিকি খিলাফত জুবিলির জন্য ঘানা এসেছিলেন।

হুযুর আনোয়ার ঘানার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য কিছু বিশেষ উপায়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ঘানার উত্তরাঞ্চলে শিয়াবাটারের চাষ করা উচিত। এর থেকে আপনারা সাবান এবং তেল উৎপাদন করতে পারবেন। এটি আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারে। আমি সেখানে থাকলে এটা চাষ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে পারতাম। শিয়াবাটার একটি অর্থকরী ফসল। পশ্চিমা দেশগুলিতে এর কদর আছে। তাই আমার পরামর্শ, আপনারা চাষাবাদ করুন এবং পুঁজিপতিদেরকে সেখানে শিয়াবাটার উৎপাদনের কথা বলুন আর নিজেদের গতানুগতিক চাষাবাদ থেকে বেরিয়ে আসুন। সাধারণত আপনারা ধান ও অন্যান্য শস্য চাষ করেন। এগুলি আপনাদের জন্য লাভদায়ী হবে না। আপনাদের প্রয়োজন শুধু বড় বড় কৃষি যন্ত্রপাতি এবং শিয়াবাটারের নতুন প্রজাতির বীজ যা ইতিপূর্বেই তৈরী হয়ে গেছে।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে ফাইনান্স অফিসার বলেন, তাঁর নিজের এক হাজার একর চাষের জমি আছে। হুযুর বলেন, এর মধ্য থেকে পাঁচশ একর জমিতে শিয়াবাটার চাষ করুন। আপনি যদি এমনটি করেন, তবে পরের বার আমি যখন ঘানা যাব, তখন ব্যক্তিগতভাবে আপনার এই ফার্ম পরিদর্শন করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন ,সারা বিশ্বে ঘানা প্রথম সারির আয়ের দেশ হওয়া উচিত, পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। আপনারা অন্য দেশের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই অন্যান্য দারিদ্র পীড়িত দেশগুলিকে সাহায্যকারী হয়ে উঠুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি আমার এই পরামর্শগুলি দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দিন। তাঁকে আমার পক্ষ থেকে এই বার্তা পৌঁছে দিন যে, আমার বাসনা, তাঁর শাসনকালে ঘানা আফ্রিকার ধনীতম দেশ হয়ে উঠুক। একথা শুনে রাষ্ট্রদূত বলেন, তিনি চান ঘানা হুযুরের পরামর্শ মেনে চলুক। হুযুর আনোয়ার ঘানার কৃষি-অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য যে পরামর্শ দিয়েছেন তা আমাদের জন্য প্রকৃত সম্মান।

সাক্ষাতের শেষপর্বে হুযুর আনোয়ার রাষ্ট্রদূতকে নিজের স্বাক্ষরিত কুরআন করীম উপহার দেন। রাষ্ট্রদূত হুযুর আনোয়ারকে স্মারক হিসেবে ঘানার ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ উপহার দেন।

পারিবারিক সাক্ষাতানুষ্ঠান

* সৈয়্যদ উমরান আহমদ সেন্ট্রাল জাসী থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, হুযুরের সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাত হয় নি। এটি আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত ছিল। আমি তো শুধু তাঁর চেহারার দিকেই চেয়ে ছিলাম। হুযুর আনোয়ার আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করেছেন।

হিবাতুল্লাহ্ ওয়াহেলা সাহেব মেরিল্যাণ্ড জামাত থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজকের সাক্ষাত আমার জন্য অসাধারণ ছিল। আমার বাসনা ছিল, হুযুরের সঙ্গে পাঞ্জাবীতে কথা বলার। কিন্তু আমি একথা প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি যখন তাঁর অফিসে প্রবেশ করলাম,তখন হুযুর নিজেই পাঞ্জাবীতে আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে বললাম, হুযুর! আপনি তো আমার অব্যক্ত বাসনা পূর্ণ করে দিলেন। আর সাক্ষাতের পূর্বে আমি আমার ছেলেকে বলে রেখেছিলাম যে, সে যেন হুযুরের কাছ ঘেঁষে না দাঁড়ায়, বরং একটু দূরেই দাঁড়ায়। হুযুর আনোয়ার নিজেই আমার ছেলেকে বললেন, আমার কাছে এস আর ছবি তুলে নাও। তিনি নিজেই আমার ছেলে তাঁর কাছে দাঁড় করিয়েছেন। আমরা বাইরে যাওয়ার উপক্রম করতেই হুযুর আমার দুই ছেলেকে ডেকে বলেন, তোমরা পড়াশোনা কর, কলম নাও। এই সাক্ষাত আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

*মুদাসসির নাযির সাহেব বাল্টিমোর জামাত থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আজ আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা ও অনগ্রহ, আজ আমরা হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করছি। আমি আজ পর্যন্ত হুযুর আনোয়ারের মত জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারা এবং তাঁর মত স্নেহশীল মানুষ দেখি নি। আমার তো এমন মনে হচ্ছিল যেন, একদিক দিয়ে মৃত ব্যক্তি প্রবেশ করল, আর অপর দিক থেকে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হল। এই দুই-তিন মিনিট সময় আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সব থেকে সুখকর মুহূর্ত ছিল। তাঁর স্ত্রী কথা বলার সময় কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, হুযুরের ব্যক্তিত্বে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে, এক অন্য জগতে বিচরণ করে। এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই।

কাইয়ুম নাসের সাহেব বাল্টিমোর থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার তো এখনই সাক্ষাত হওয়ার কথা ছিল না, আজই আমি জানতে পারি যে, সাক্ষাতানুষ্ঠান আছে। আমি পনোরো ঘন্টা-কাল পুরো রাত্রি এবং আজ সকালে খিদমতে খালক-এর ডিউটি দিচ্ছিলাম। এরপর কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়ি। ফোন বাজতে থাকে, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকার জন্য ধরতে পারি নি। অবশেষে একজন আমাকে খুঁজে বার করে মসজিদে নিয়ে আসে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, প্রিয় হুযুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হল। খোদার তকদীরই ছিল যা আমাকে খুঁজে বের করেছে।

*ডেটন জামাত থেকে নাসির আহমদ সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন: এটি আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত ছিল। আমার স্ত্রী ইন্দোনেশিয়ান বংশোদ্ভূত। তিনি একজন নবাগতা আহমদী। তিনি বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত যেন একটা স্বপ্ন ছিল। আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, বলে বোঝাতে পারব না। বেশ কয়েক মাসের দোয়ার ফল আমি পেয়েছি। আমি বিগত কয়েক মাস থেকে দোয়া করছিলাম, হে আল্লাহ্! খলীফার সঙ্গে আমার সাক্ষাত করিয়ে দাও। আজ আল্লাহ্ আমার দোয়া শুনে নিয়েছেন।

*রাবোয়া থেকে উসমান হায়দার সাহেব বলেন: এখানে তিন বছর পূর্বে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়ের আবেদন করেছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তর পাই নি। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ হয়ে যাবে। যদি চাকরী করে থাকেন, তবে ভাল। আল্লাহ্ কৃপা করবেন।

*রাবোয়া থেকে এহতেশামুল হাসান সাহেব এসেছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিলে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার ভাই ও আত্মীয়স্বজনরা তো জার্মানীতে, যুক্তরাজ্যে এবং আয়ারল্যাণ্ডেও রয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাবোয়ায় এফ.এস.সি করছিলাম। এখন এখানে চলে এসেছি। আমার সাফল্যের জন্য দোয়া করবেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

*শ্রীলঙ্কা থেকে এক আহমদী এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কেস প্রত্যাখ্যত হয়েছে। হুযুর আনোয়ারের নির্দেশে জামাত আমার জন্য অনেক চেষটা করেছে। এখন আমি এখানে বাস করছি। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। হুযুর আনোয়ার বলেন,

সেখানে যে খারাপ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, তার আগেই কি সেখান থেকে চলে এসেছিলেন? ভদ্রলোক বলেন, আমরা আগেই চলে এসেছিলাম।

*এক যুবক বলেন, আমার বয়স ২৪ বছর। আমি বিবাহিত। স্কুল থেকে ডিপ্লোমা নিচ্ছি। এরপর আরও এগিয়ে যেতে চাই। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা সফল করুন।

* এক আহমদী বলেন, আমি পাকিস্তানের ওয়াহাড়ি থেকে এসেছি। হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতেই এসেছি। এক বয়স্ক ব্যক্তি হাতে মাইক নিয়ে বললেন, আমি পিছনে বসে ছিলাম, হুযুরকে আমি ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিলাম না। মাইক হাতে নেওয়ার কারণ যাতে আমি উঠে দাঁড়িয়ে হুযুরকে দেখতে পাই। এছাড়া আমার আর কোনও প্রশ্ন বা আবেদন নেই।

*অপর এক আহমদী বলেন: আমার ছেলে ১১ বছর থেকে মালয়েশিয়ায় আছে। তার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার বিপদাপদ দূর করেন আর আমাদের মিলনের উপকরণ সৃষ্টি করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

*একজন ছাত্র নিজের পড়াশোনার বিষয়ে উল্লেখ করে ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা চান। হুযুর আনোয়ার বলেন: মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করে মানুষের কল্যাণ সাধন কর।

* এক আহমদী নিবেদন করেন, আমি শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছি। এখানেও কাজ করছি। হুযুর আনোয়ার সেই যুবককে বিয়ে করার পরামর্শ দেন।

* এক আহমদী বলেন, আমি ৮ বছর শ্রীলঙ্কায় থেকে এসেছি। সেখানে পরিস্থিতি ভয়াবহ। খুব কষ্টে দিন কেটেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই ধরণের সফরে বের হলে কষ্ট তো হবেই। এখন আপনি এখানে এসে গেছেন। সব সময় ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার করুন। খোদা তা'লা কৃপা করবেন। যথাযথভাবে ইবাদত করুন, এমন যেন না হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে এসে জাগতিকতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়লেন।

* শ্রীলঙ্কা থেকে আসা আরও এক আহমদীকে হুযুর উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, বিয়ে কর এবং সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রেখো।

*বার্মা থেকে আসা এক আহমদী যুবক বলেন, এখানে উদ্বাস্তু মামলা করেছি। সেখানে লেকচারার ছিলাম। এখন এখানে পি.এইচ.ডি করছি। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রী-সন্তান সঙ্গে আছে। হুযুর বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

*এক আহমদী সদস্য হুযুরের নিকট এখানে থাকার বিষয়ে কথা বললে হুযুর বলেন, আপনি এখানে থাকবেন না কি ফিরে যাবেন? এখানে থেকে যাও। চাকরির প্রস্তাব পেলে তা গ্রহণ করে নাও এবং এখানে থাক।

*পাকিস্তান থেকে আসা এক প্রবীণ আহমদী বলেন, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসভে। আমার ডান হাঁটু অকেজো। হুযুর আনোয়ার তাঁকে তাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোক বলেন তাঁর বয়স ৯২ বছর। হুযুর আনোয়ার বলেন, তবে হাঁটু অকেজো তো হবেই।

* ফারহান নামে এক আহমদী বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আগমণ মাত্রই আমার সমস্ত চিন্তা দূর হয়েছে। আমি তো নিজের নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম না। খোদা তা'লা আমার মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করেছেন। আমার জন্য অনেক বড় বিষয় হয়েছে।

*হ্যারিস বার্গ জামাত থেকে নাঈম আহমদ বাজওয়া হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তো কেবল হুযুরকেই দেখতে থাকি আর দোয়া করতে থাকি। হুযুরকে দেখার বাসনা খোদা তা'লা পূর্ণ করেছেন।

* হ্যারিস বার্গ জামাত থেকে তাকি আহমদ বাজওয়া সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন: আমার ছেলের বয়স দুই বছর। তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। দোয়ার জন্য তিনি আবেদন করেন। কিন্তু আমি যখন হাতে মাইক পাই, তখন হুযুরের প্রতাপের কারণে আমি কিছু বলতে পারি নি।

*ভর্জিনিয়া থেকে মহম্মদ আযহার তাহের সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, এটি আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাত ছিল। হুযুরের চেহারায় জ্যোতি ছিল যা দেখে মানুষ সব কিছু ভুলে যায়। আমি পরিবারের জন্য দোয়ার আবেদন করি।

*হ্যারিসবার্গ থেকে যিয়াউর রহমান সাহেব বলেন, আমি কানে কিছুটা কম শুনি, খুব বেশি কিছু শুনতে পাই নি। কিন্তু সারাক্ষণ হুযুরকেই দেখতে থেকেছি।আমি নিজের আবেগ অনুভুতির কথা বর্ণনা করতে পারব না, এটা আমার জন্য অবর্ণনীয় বিষয়।

* নাসের সামী সাহেব নর্থ ভার্জিনিয়া থেকে এসেছিলেন। তিনি বলেন, মনে হচ্ছিল যেন 'মজলিসে ইরফান' অনুষ্ঠানে হুযুরের সামনে বসে আছি। 'আল্লাহ্ কৃপা করুন'- হুযুরের এতটুকু কথাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে আমাদের মন ভীষণভাবে আশ্বস্ত হয়।

*সাউথ ভার্জিনিয়া থেকে এহতেশামুল হাসান সাহেব বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রবল বাসনা ছিল। হুযুরকে আমি দুইবার স্বপ্নে দেখেছি।আমার পিতাও হুযুরকে স্বপ্নে দেখেছেন। আজকের সাক্ষাতানুষ্ঠানে হুযুরের জ্যোতির্মণ্ডিত চেহারা প্রাণভরে দেখতে থেকেছি। আমি হুযুরকে নিজের আংটি দিয়েছি, তিনি সেটিকে নিজের আংটির সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে দিয়েছেন। আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মানুষ বলে মনে করি।

*ফিলাডালফিয়া জামাত থেকে পীর মাঈনুদ্দীন শাহ সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, হুযুর আনোয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন এলাকার পীর? আমি উত্তর দিলাম, 'সুফী আহমদ জান সাহেবের বংশধর আমি। আর আমি জানতাম না যে, আমারই এক আত্মীয়, যিনি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন, তিনিও এই গণ সাক্ষাতে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার নিজেই আমাকে সেই আত্মীয়ের সম্পর্কে জানিয়ে বলেন যে, তিনিও এখানে আছেন। এটি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বরকত, আমি তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত করলাম, শুধু তাই নয়, আমার আত্মীয়দের সঙ্গেও প্রথম সাক্ষাত হল।

লাজনাদের সঙ্গে সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার বলেন, যে সমস্ত মেয়ে কোনও প্রশ্ন করতে চায় বা কিছু বলতে চায় তারা হাত তুলুন। মেয়েরা নিজেদের হাত তোলে। অধিকাংশ মেয়ে নিজেদের পরিচয় দানের পর নিজেদের বংশপরিচয়ও তুলে ধরেন। কিছু মহিলা দোয়ার জন্য আবেদন করেন। কিছু ছাত্রী নিজেদের পড়াশোনার বিষয়ে হুযুরের কাছে দিক-দির্শেনা যাচনা করে। হেল্‌থ কেয়ার, আইন, কৃষি এবং মেডিক্যালের ছাত্রীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কিছু নববিবাহিতা মহিলাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা হুযুরের কাছে দোয়ার আবেদন করেন। কিছু মহিলা নিজেদের মেয়েদের কথা উল্লেখ তাদের বিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দোয়ার আবেদন করেন।

কিছু মহিলা নিজেদের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। হুযুর তাঁদেরকে বলেন, নিয়মিত দরুদ শরীফ পড়া উচিত। মেয়েদের এই সাক্ষাতানুষ্ঠান ৭:২৫টায় সমাপ্ত হয়।

নবাগত আহমদীদের সঙ্গে সাক্ষাত

নবাগত আহমদীদের দলে পুরুষ ও মহিলা উভয়েই ছিলেন। মহিলারা পৃথক বসে ছিলেন আর মাঝে পর্দা টাঙানো ছিল।

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

হুযুরের সামনে ডান দিকে মহিলারা বসেছিলেন। তিনি একে একে তাদের প্রত্যেকের পরিচয় জেনে নেন। মরোক্কো থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দানের পর বলেন, তাঁর স্বামী এম.টি.এ আল বয়আত করার প্রতি আকৃষ্ট হন। আর এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে।

পুরুষ সদস্যরাও একে একে নিজেদের পরিচয় এবং নিজেদের অবস্থার কথা জানান। এঁদের মধ্য থেকে কিছু সদস্য আফ্রো-আমেরিকান বংশোদ্ভুত ছিলেন, যাদের পিতৃপুরুষরা আহমদী ছিলেন। কিন্তু এই যুবকরা জামাত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এখন জামাত পুনরায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আর নিরন্তর প্রচেষ্টার পরিণামে তাদের এই সন্তানরা বয়আত করে পুনরায় জামাতে ফিরে এসেছেন।

* গ্যাম্বিয়া থেকে আসা নবাগত আহমদীর নামের সঙ্গে 'চাম' যুক্ত ছিল। হুযুর আনোয়ার বলেন, গ্যাম্বিয়াতে আমাদের মুরুব্বী চাম সাহেব রয়েছেন। আপনি তাঁর আত্মীয়ের মধ্যে পড়েন। ভদ্রলোক বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমার আত্মীয়।

নবাগতদের মধ্যে কিছু এমন ব্যক্তিও ছিল যারা বয়আত করার কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি অনেকের পরিবার তাদেরকে ত্যাগ করেছে। হুযুর আনোয়ার তাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বয়আতের পর তারা পরিবারের পক্ষ থেকে কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন? এক নবাগত আহমদী বলেন, 'আমার পরিবার যখন জানতে পারে যে, আমি বয়আত করেছি আর আহমদী হয়েছি, তখন পুরো পরিবার শহর ছেড়ে চলে যায় এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে দেয়। কিন্তু আমি আহমদীয়াতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকি।

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

* এক ব্যক্তি বলেন, তিনি এখনও বয়আত করেন নি। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি ধৈর্যসহকারে দোয়া করুন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সন্তুষ্টি যাচনা করুন। এরপর আপনার মন যখন পুরোপুরি আশ্বস্ত হবে তখন বয়আত করবেন।

বাল্টিমোর থেকে এক আসা এক নবাগত আহমদী নাচো সাহেব বলেন, তাঁর ফুড ট্রাক বিজনেস আছে। তিনি সস্ত্রীক বয়আত করেছেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদে দেখে খুশি হলাম।

* ১৫ বছরের এক যুবক আহমদীয়াতের পূর্বেকার জীবন সম্পর্কে বলেন, তিনি কখনই আশ্বস্ত ছিলেন না। হুযুর আনোয়ার বলেন, নিয়মিত নামায পড়বেন, আল্লাহ্ তা'লা সব দিক থেকে আপনাকে আশ্বস্ত করবেন।

একজন নবাগত আহমদীকে হুযুর আনোয়ার বলেন; আপনি সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহা শিখুন এবং এই সূরাটি নামাযে পড়ুন। এটা পড়া অনিবার্য। এরপর এর অনুবাদ শিখুন। এর অর্থ জানা আপনার জন্য আবশ্যক।

* একজন যুবক, যার পিতা আহমদী ছিলেন, তিনি বলেন, 'আমার পিতা দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সন্তানরা যেন সকলে আহমদী হয়ে যান। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি একাকী, যিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। হুযুর আনোয়ার মৃদু হেসে বলে, পিতার দোয়া শুধু এক ছেলের কাজে এসেছে। এরপর হুযুর আনোয়ার তাঁর জন্য দোয়া করেন।

*ক্রিস্টোফার মেয়ের এসেছিলেন ওরল্যান্ডো থেকে। তিনি হুযুরের হাতে হাত রেখে বয়আত করার আবেদন জানান।হুযুর আনোয়ার স্বস্নেহে তাঁর এই আবেদন মঞ্জুর করেন এবং পরের দিন বয়আতের ব্যবস্থা করেন।

* এক বাংলাদেশী বন্ধু নিজের পরিচয় জানিয়ে বলেন, তাঁর পিতামাতা আহমদী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এক দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন।এরপর তিনি নিউইয়র্কের একটি মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামাত লেখা ছিল। এরপর তিনি ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নিয়মিত এই মসজিদেরই জুমআর জন্য আসতে থাকেন। অবশেষে তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তিনি জামাতের অধিকাংশ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতের তার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, মুরুব্বী সাহেব এহতেশামুল হক কাউসার সাহেব আমার পিছনে অনেক সময় ব্যয় করে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে আমাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে শিখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের কর্ম দ্বারা আমার হিদায়াতের কারণ হয়েছেন।

সব শেষে এক ভদ্রমহিলা তার ইসলাম সম্মত নাম রাখার আবেদন জানান। হুযুর আনোয়ার তার আসল নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লায়েকা রাখেন।

৮:১০টার সময় এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সিরালিওনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতানুষ্ঠান

প্রোগাম অনুসারে ১১টায় হুযুর আনোয়ার মিটিং রুমে প্রবেশ করেন। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত সিরালিওনের রাষ্ট্রদূত অনারেবল সিদ্দীক আবু বাকার ওয়াই সাহেব সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জামাত আহমদীয়া সিরালিওনে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরন্তর আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা আমাদের কর্তব্য। রাষ্ট্রদূত বলেন, শৈশবে আমি আহমদী স্কুলে হওয়ার সুযোগ পাই নি। সেখানে মান দেখা হত। আমি সেই মানে উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

হুযুর আনোয়ার দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা জিজ্ঞাসা করেন যে দেশের আয়ের প্রধান উৎস কি? রাষ্ট্রদূত এর উত্তরে বলেন, সিরালিওন একটি কৃষিপ্রধান দেশ। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা কৃষিক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব আরোপ করুন। আদর্শ কৃষিক্ষেত তৈরী করুন যাতে মানুষ জানতে পারে যে কিভাবে কৃষির আরও উন্নতি সম্ভব। আপনারা পুরোনো পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। এখন আধুনিক প্রযুক্তি এসেছে, কৃষিকাজে সেই আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগান এবং নতুন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন,সেখানে মেয়েরা পুরোনো কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে ছোট স্তরে কাসাভা এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে থাকে। নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য এটাও বেশ ভাল উপায়। কিন্তু আপনাদের ব্যপহারে এই কাজ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সিরালিওনের মাটি অত্যন্ত উর্বর। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সিরালিওনের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ বাস করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, এ তো অনেক মানুষ।

সাক্ষাত শেষে হুযুরেরর সঙ্গে রাষ্ট্রদূত ছবি তোলেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক শোবানা শঙ্কর-এর সঙ্গে সাক্ষাত

এরপর অনুষ্ঠান মত শোভানা শঙ্কর সাহেবা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভদ্রমহিলা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কে ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভুত। আফ্রিকার বিভিন্ন ধর্ম, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং আন্তর্জাতিক মানবীয় সহমর্মিতার মত বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ।

অধ্যাপিকা বলেন, আমি কয়েক বছর ঘানাতেও থেকেছি। কিছু সময়ের জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ঘানায় এক দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি। ভদ্রমহিলা বলেন, যদিও হুযুর দীর্ঘ সময় পূর্বে ঘানা ছেড়ে চলে এসেছেন, কিন্তু তাঁর কাজ এখনও জীবিত আছে, এখনও অব্যাহত রয়েছে।

অধ্যাপিকা বলেন, তিনি পশ্চিম আফ্রিকার আহমদীদের নিয়ে একটি বই লিখতে চান। হুযুর আনোয়ার বলেন, বই লিখতে হলে আপনাকে সেখানে যেতে হবে এবং আহমদীদের সাক্ষাতকার নিতে হবে। তথ্য সংগ্রহের কাজ আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। বিশেষ করে আপনি যদি গবেষণাধর্মী বই লিখতে চান, তবে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। অধ্যাপিকার আবেদনে হুযুর আনোয়ার বলেন, স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

অধ্যাপিকা বলেন, তিনি মুসলমান নন, কিন্তু পিতামহী তাঁকে শিখিয়েছিলেন যে, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের সম্মান করা উচিত।

তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ঘানার উত্তর প্রান্তে চার বছর থেকেছি আর চার বছর দক্ষিণাঞ্চলে। উত্তর ও দক্ষিণে গোত্র ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন। উত্তরে মুসলমানদের বাস আর দক্ষিণে খৃষ্টানদের। আর জামাতের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে উত্তরে। আমাদের মিশন হাউস,স্কুল ও হাসপাতাল রয়েছে দক্ষিণে। সল্ট পন্ডে আমাদের প্রথম মিশন হাউস এবং মসজিদ তথা হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়।

অধ্যাপিকা গম চাষের পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ভাবলাম, যদি নাইজেরিয়ায় গম উৎপাদন করা যায় তবে এখানেও কেন নয়? তাই আমি এখানেও পরীক্ষা করেছি আর তা অনেকাংশে সফলও হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থাকলে সেখানে সব ধরণের শাকসবজি উৎপাদন করা যায়।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি আমার বইয়ে আহমদী স্কুলগুলির প্রতি মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইব। অনেক আফ্রিকা থেকে অনেক প্রফেসর আমার কাছে একথার উল্লেখ করেছেন যে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার্জন হয়েছে আহমদী স্কুলে। আফ্রিকায় ছেলেদের জন্য খুব ভালমানের স্কুল ছিল যেখানে মেয়েরা উচ্চমানের শিক্ষা লাভ করেছে। তিনি বলেন, আফ্রিকার প্রিন্টিং প্রেস এবং আহমদীয়া সংবাদের দ্বারাও প্রভাবিত। প্রথম ইসলামি ইংরেজি পত্রিকা জামাতই শুরু করেছিল। হুযুর আনোয়ার `The Truth' পত্রিকা ছিল সেটি। প্রফেসর বলেন, আমি নিজের বইয়ে এটা দেখাতে চাই যে, জামাত আহমদীয়া আফ্রিকার উন্নতি অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, আফ্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম মহিলা এবং তাদের শিক্ষার উপর ব্যপকহারে গবেষণা করতে হলে সিরালিওন এবং ফ্রাঙ্কফোন দেশগুলিতে যেতে হবে।

গাম্বিয়ার রাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে সাক্ষাত।

রাষ্ট্র সচিব সাইকু কিসে সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: **Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 16 Feb, 2023 Issue No. 7

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে গাম্বিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সাইকু কিসে সাহেব গাম্বিয়ার জামাতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য প্রকল্পের জন্য হুযুরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমি জাপানেও ছিলাম আর জাপানি ভাষাও বলতে পারি। হুযুর আনোয়ার বলেন, নাগোয়ায় আমাদের মসজিদ আছে আর সেখানে যাওয়া উচিত। জামাত গ্যাম্বিয়ায় যে সমস্ত কল্যাণমূলক কাজ করছে তা অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ্॥

ওয়াকফে নও মেয়েদের ক্লাসের প্রশ্নোত্তরপর্ব

প্রশ্ন: রাজিয়া তাবাস্‌সুম প্রশ্ন করেন, শিশুদেরকে সমাজের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করতে গেলে পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরিবর্তে বাড়িতেই স্কুল গড়ে তোলার বিষয়ে হুযুরের মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি যদি শিশুকে বাড়িতে পড়াতে পারেন, প্রশিক্ষন দিতে পারেন তবে প্রাথমিকভাবে বাড়িতে পড়ানো বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু এটা নির্ভর করবে আপনি কতটা সময় দিতে পারছেন তার উপর। এছাড়াও আপনি কি মনে করেন আপনার মধ্যে সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য খুব ভাল, কেননা শিশুদের পড়নো কোনও সহজ কাজ নয়।

সামান্য ভুল হলেই শিশুকে চড় মেরে বসলেন, এমনটি করলে হবে না। তাই আপনাকে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আপনার ধৈর্যের মান যদি ভাল হয় তবে পড়াতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা বেশি ভাল। অনেক মা এই কাজ করছে আর এই পদ্ধতি অনেকাংশে সফলও বটে। একবার ভিত যখন মজবুত হয়ে যাবে, শিশুদের ঈমান পোক্ত হয়ে যাবে এবং নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী বুঝতে শিখবে, নৈতিকতা শিখবে এবং নৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করবে বা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে ধর্ম আমাদের কাছে কি চায়, তখন আপনি তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পরেন।

*হালা মসরুর নামে এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করেন যে, হুযুর! আমার স্কুলের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু বই দেওয়া হয়েছে আর সেগুলি অধ্যায়নের পর সেগুলি বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে। এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় অ-ইসলামিক ছিল। যেমন, নাস্তিক চিন্তাধারা, বহু-বিবাহ এবং অশ্লীলতা ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত ছিল। হুযুর! একজন আহমদী হিসেবে এমন বইয়ের এসাইনমেন্ট তৈরী করা থেকে অব্যহতি চাওয়া উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি আপনার শিক্ষককে বলতে পারেন যে, আমি বইটি পড়েছি আর এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি ঐক্যমত নই। এর মধ্যে অনৈতিক কথাবার্তা রয়েছে আর ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে তা দূরে নিয়ে যায়। এটি আমার নীতিগত শিক্ষার পরিপন্থী আর এটি আমার পছন্দ নয়। আপনি যদি চান আমি এ বিষয়ে নিজের গবেষণা উপস্থাপন করি, তবে এই বইয়ের সমস্ত কিছুই অশ্লীল। সেই সব বিষয় মাথায় রেখে আপনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করুন আর তাতে বর্ণনা করুন যে,আপনি কেন এই বইয়ের সঙ্গে একমত নন। আপনি নিজের মতামত ব্যক্ত করুন। আপনি শূন্য পেলেও পরোয়া করবেন না।

তাহমীনা মানশাদ নামে এক মেয়ে প্রশ্ন করে যে, হুযুর কি মনে করেন যে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের পরিণামে, বিশেষ করে রাশিয়ার পক্ষ থেকে ইউক্রেনের উপর সাম্প্রতিক বোমাবর্ষনের ঘটনার পর পৃথিবীর পরিস্থিতি পাল্টে যাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি কেবল রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয় নয়, এই যুদ্ধ তো ক্রমশ প্রসারিত হবে আর আমার মনে হচ্ছে রাশিয়া ইউক্রেন ছেড়ে এগিয়ে যাবে আর গোটা বিশ্বেই যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়বে। সারা পৃথিবী যদি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে আমি আশা করি, মানুষ চিন্তা করতে শুরু করবে যে এই সব কিছু কেন হচ্ছে? কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত এ সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করার জন্য খুব কম মানুষ জীবিত থাকবে। আমার মতে, তারা তখন নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সামনে নতজানু হবে, পুণ্যকর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে এবং সত্য ধর্ম অন্বেষণের চেষ্টা করবে। সেই সময় আহমদী নারী ও পুরুষদের কাজ হবে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেখানো এবং তাদেরকে এই বোঝানো যে তোমরা নিজেদের কামনা বাসনাকে অনুসরণ করার ফল ভোগ করে নিয়েছ। এখন আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হিদায়াত ও বিধিনিষি অনুসরণ কর এবং আমার উপর ঈমান আন। (চলবে....)

১পাতার শেষাংশ.....

ধর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতটি থেকে যারা এই অর্থ বের করে যে, এই আয়াতে কাপুরুষতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে,তারা এই আয়াতগুলি প্রণিধান করে দেখুক যে কতবড় আত্মত্যাগ এই সব লোকদের কাছে চাওয়া হয়েছে।যে ব্যক্তি এই ত্যাগ-স্বীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে সে পরীক্ষার সময় কেনই বা কাপুরুষতা প্রদর্শন করবে। কেননা কাপুরুষ ব্যক্তি এত বড় ত্যাগ-স্বীকারের শক্তি রাখেই না যে সে স্বদেশ ত্যাগ করতে পারে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করতে পারে আর নিজেকে আজীবন এই কাজে নিয়োজিত রাখে। এই সব কাজের তৌফিক সেই ব্যক্তি পায় যে ক্ষণিকের অবহেলার কারণে ভুল করে ফেলেছে কিম্বা যে পরবর্তীতে সত্যিকার তওবা করেছে।

হযরত উমর (রা.) -এর যুগে একজন মুরতাদ তথা নবুয়তের দাবিদার পুনরায় মুসলমান হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তির প্রতি যে আচরণ করেন সেটাকে এই আয়াতের তফসীরই বলা যায়। সেই ব্যক্তির নাম ছিল তুলাইহা ইবনে খুইয়ালেদ উসদি। সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিছুকাল পর সে ইসলামে প্রবেশ করতে চাইল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাকে ক্ষমা করলেন না। একবার শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) (যিনি শীর্ণকায় ছিলেন কিন্তু যুদ্ধ-দক্ষতায় অন্যদের চাইতে এগিয়ে ছিলেন) এক যুদ্ধে এক কাফের সর্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। সেই সর্দার যখন দেখল যে সে তাঁকে অস্ত্রের যুদ্ধে হারাতে পারবে না, তখন সে দ্রুত এগিয়ে এসে শারাহবিন হাসানের কোমর জড়িয়ে ধরে ধরাশায়ী করে দেয় এবং তাঁর বুকের উপর চেপে বসে পড়ে। সে তাঁকে হত্যা করেই ফেলত, এমতাবস্থায় তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ- যে কি না আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার তওবা গ্রহণ না করাই এখনও সে কাফেরদের সঙ্গে ছিল- সে এমন দৃশ্য নিজের ঈমানকে লুকিয়ে রাখতে পারল না আর এগিয়ে এসে সেই কাফের সর্দারের উপর তরবারি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর এভাবে হযরত শারাহবিলের প্রাণ রক্ষা হল। এই ঘটনা দেখে অন্যান্য মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রভাবিত হল আর তারা হযরত উমর (রা.)-এর নিকট তাকে ক্ষমা করে দেওয়া সুপারিশ করল। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বললেন, আমি তাকে একটি শর্তে ক্ষমা করছি। সে তার বাকি জীবনটুকু জিহাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে আর ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্তে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে। সুতরাং সে সব সময় সীমান্তেই থাকত আর কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করত আর এই অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মত্যাগী হয়েছিল, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত উমর (রা.) এই আয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাকে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না।

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন:

সমাজের রীতি-নীতি ও কুপ্রথার বোঝা নিজেদের উপর চাপতে দিবেন না। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে মুক্তি দিতে এসেছিলেন। আমরা সেই সব বিষয় থেকে মুক্তি পেয়েছি আর এই যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছি। যেমনটি বয়আতের ষষ্ঠ শর্তে উল্লেখ রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেছেন- কুপ্রথার অনুসরণ এবং রিপুর দাসত্ব থেকে বিরত থাকবে। অর্থাৎ চেষ্টা করতে হবে কুপ্রথা থেকে বিরত থাকার এবং রিপুর কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকার। অতএব, অল্পে তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ থাকার উপর গুরুত্ব দিন। এই শর্তটি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর জন্য। প্রত্যেক আহমদীকে নিজের সাধ্যানুসারে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৫ শে নভেম্বর, ২০০৫)

(রিশতা নাতা বিভাগ, নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir